CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-321 ■ 21 August, 2026 ■ আগরতলা ২১ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ৩ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পূর্বোত্তরে প্রকল্প রূপায়ণে ত্রিপুরার অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ঃ নীতি আয়োগের সদস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে আজ কেন্দ্রীয় নীতি আয়োগের সদস্যা ড. জুরাম আনিয়া''র সভাপতিত্বে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণের অগ্রগতির বিষয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নীতি আয়োগের সদস্যা ড. জুরাম আনিয়া বলেন, উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। কেন্দ্রীয় নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে রাজ্যে উনকোটি পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিভিন্ন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে এবং তার উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের টি আই এফ টি গঠন উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাজ্যে একটি জিমন্যাস্টিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যাপারেও সহায়তা করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নীতি আয়োগের কেন্দ্রীয় স্তরের বৈঠকগুলিতে রাজ্যের নানা সমস্যা ও দাবিগুলি সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্যই রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণ দ্রুত সম্ভব হচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহযোগিতা করা হবে। উন্নয়নমূলক কাজগুলি সঠিকভাবে দ্রুত রূপায়ণে সবাই মিলে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যেতে হবে।

সভায় রাজ্যের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা রাজ্যে জাতীয় সড়কগুলির উন্নয়নে ও তার দ্রুত সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি রাজ্যের রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং টেলি কমিউনিকেশন ব্যবস্থার মান উন্নয়নেও তার পরিধি বৃদ্ধির অনুরোধ জানান। মুখ্য সচিব বলেন, শিল্প উদ্যোগীগণ রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে ১ লক্ষ কোটি টাকার উপর বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সেক্ষেত্রে সড়ক, রেল, বিমান যোগাযোগ ও টেলি কমিউনিকেশন ব্যবস্থার মান সবসময় সঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। তিনি রাজ্যের জন্য একটি শক্তিশালী পলিসি তৈরী করতে কেন্দ্রীয় নীতি আয়োগের প্রতি অনুরোধ জানান।

সভায় অন্যান্য দপ্তরের মধ্যে গুড গর্ভন্যান্স, পূর্ত ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ সম্পর্কে নীতি আয়োগের সদস্যাকে অবহিত করেন। সভায় শিক্ষা দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাল্যবিবাহ ও নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক জাগরণ-র পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। নারী ও শিশুদের অধিকার, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। বাল্যবিবাহ ও নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক জাগরণ, সাইবার নিরাপত্তা, নারী সুরক্ষা এবং মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি। আজ সচিবালয়ের ১ নং কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস এবং ত্রিপুরা স্টেট কমিশন ফর উইমেনের সঙ্গে পরপর দুটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। এ লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজনের পাশাপাশি নাটক সহ বিভিন্ন সৃজনশীল মাধ্যমকে কাজে লাগাতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সঙ্গে নীতি আয়োগের সদস্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে আজ সকালে লোক ভবনে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন নীতি আয়োগের সদস্য ড. জোরাম আনিয়া। এদিন সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানা গেছে।

৩০৫টি নতুন পদ সৃষ্টি, ১৪৮২ পদে নিয়োগে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট ।। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে জনবল বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক পরিষেবা আরও শক্তিশালী করতে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা। আজ মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোট ৩০৫টি নতুন পদ সৃষ্টির পাশাপাশি ১৪৮২ পদে কর্মী নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের পর সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার মুখপাত্র তথা পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরা পুলিশে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে ৯১৬ জন কনস্টেবল সরাসরি নিয়োগ করা হবে। প্রচলিত নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুযায়ী শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। নিয়োগ বোর্ডের নেতৃত্বে থাকবেন রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ২১৯টি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগ ত্রিপুরা জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এছাড়াও সাধারণ প্রশাসন (প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি) দপ্তরের অধীনে ২৭টি গ্রুপ-সি কারিগরি পদে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই পদগুলির মধ্যে রয়েছে চার্জম্যান, চার্জম্যান রিটাচিং, চার্জম্যান অফসেট মেশিন, কপি হোল্ডার, ককবরক কপি হোল্ডার, মেশিন ম্যান এবং বাইন্ডার।

অন্যদিকে, বিশ্রামগঞ্জ, উদয়পুর, বিলোনিয়া ও সাব্রুমে প্রস্তাবিত চারটি নতুন সরকারি রেলওয়ে পুলিশ থানার জন্য ১০৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সাব-ইন্সপেক্টর, মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, মহিলা হেড কনস্টেবল, মহিলা কনস্টেবল এবং কনস্টেবল ড্রাইভারের পদ।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে আরও ১৫টি ফিক্সড-পে পদ জিআরবিটি-এর মাধ্যমে পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এলডিসি এবং মাল্টি-টাস্কিং স্টাফ পদ রয়েছে।

এদিকে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে রাজ্যের সরকারি জেনারেল ডিগ্রি কলেজগুলির জন্য ২০০টি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। তবে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী স্পষ্ট করেছেন, এটি পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত, অবিলম্বে ওই পদগুলিতে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুয়া বিলের অভিযোগে ফের সরগরম গণ্ডাছড়া, বিদ্যুৎ অফিসে সিপিএমের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২০ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের সরগরম গণ্ডাছড়া। বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে ভুয়া ও অস্বাভাবিক বিল দেওয়ার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার গণ্ডাছড়া বিদ্যুৎ অফিসের সামনে ধর্না ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করল সিপিএমের গণ্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটি।

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ সিপিএমের বিভাগীয় কার্যালয় থেকে কর্মী-সমর্থকদের একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গণ্ডাছড়া বিদ্যুৎ অফিসের সামনে এসে পৌঁছায়। সেখানে বিক্ষোভকারীরা প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের বিভাগীয় সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, নারী নেত্রী অর্চনা দাস, দশরাণী ত্রিপুরা, দলের নেতা সুশান্ত হাজারী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

বিক্ষোভকারীদের অন্যতম দাবি, কোনও বিদ্যুৎ গ্রাহকের ওপর জোর করে স্মার্ট মিটার চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দেওয়া অভিযোগযুক্ত বিলগুলি পুনঃ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে অতিরিক্ত কোনও চার্জ নেওয়া যাবে না বলেও দাবি জানানো হয়। সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, গণ্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে এডিসি ভিলেজগুলিতেও বিদ্যুৎ বিল নিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। অনেক গ্রাহক অস্বাভাবিক বিলের কারণে সমস্যায় পড়ছেন বলে দাবি তাঁদের। অবিলম্বে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে সাধারণ গ্রাহকদের স্বস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সিপিএমের গণ্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটি। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রুহুল কবির রিজভী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মনোনীত

ঢাকা, ২০ আগস্ট ।। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীকে দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপির গঠনতন্ত্রের ৭-এর খ) ৬) ধারা অনুযায়ী রুহুল কবির রিজভীকে দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তাঁর এ মনোনয়ন অবিলম্বে কার্যকর হবে। বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক মুহম্মদ মুনির হোসেন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

রুহুল কবির রিজভী দীর্ঘদিন ধরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মতিনগর সীমান্ত সড়কের পাশে ৫২৫ বোতল কাশির সিরাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২০ আগষ্ট ।। মতিনগর সীমান্ত সড়কের পাশে মোবাইল ডিউটি চলাকালীন বিপুল পরিমাণ কাশির সিরাপ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার রাতে দাবিহীন অবস্থায় মোট ৫২৫ বোতল এসকফ কফসিরাপ উদ্ধার ও জব্দ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাতে মোবাইল ডিউটির সময় মতিনগর সীমান্ত সড়কের পাশে সন্দেহজনক অবস্থায় পড়ে থাকা বেশ কিছু সিরাপের বোতল নজরে আসে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আজ শপথ

ভোট দিচ্ছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

ঢাকা, ২০ আগস্ট (আইএএনএস)।। বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী ওলি আহমেদকে হারিয়ে তিনি জয়ী হন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার এ এম এম নাসির উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৪৩টি বৈধ ভোটের মধ্যে মির্জা ফখরুল পান ২৫৫ ভোট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ওলি আহমেদ পান ৮৮ ভোট।

ফল ঘোষণা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যথাযথভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রধান হুইপ জানিয়েছেন, শুক্রবার বঙ্গভবনে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেবেন মির্জা ফখরুল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য ৩৪৯ জন আইনপ্রণেতা যোগ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন ভোট দেননি। ভোট না দেওয়া আইনপ্রণেতাদের মধ্যে রয়েছেন বিএনপির মির্জা আব্বাস ও মোস্তফা কামাল পাশা, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা, জামায়াতের গাজী নজরুল ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ওলি উল্লাহ।

এই নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও বিশেষ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার বন্ধ হোক, বিদ্যুৎ দপ্তর বেসরকারিকরণ নয় দাবি গ্রাহক-কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট ।। স্মার্ট মিটার স্থাপন বন্ধ, বিদ্যুৎ দপ্তরের বেসরকারিকরণ রোধ এবং গ্রাহক ও কর্মচারীদের স্বার্থে একাধিক দাবিতে পানিসাগরে গণডেপুটেশন দিল বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। আজ সংগঠনের পানিসাগর কমিটির উদ্যোগে ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ পানিসাগর রেগুলেটেড মার্কেট থেকে সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি বের হয়। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে র‍্যালিটি পানিসাগর বিদ্যুৎ দপ্তরে পৌঁছায়। পরে সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিজিএমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়।

সংগঠনের দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২০২৫ সালের বৈদ্যুতিক আইন প্রত্যাহার, স্মার্ট মিটার স্থাপন বন্ধ, বিদ্যুৎ দপ্তরের বেসরকারিকরণ রোধ এবং স্মার্ট মিটারের পরিবর্তে পুরনো পদ্ধতির ডিজিটাল মিটার পুনরায় চালু করা। পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার শিকার হলে তাঁদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক সংকটে কাঞ্চনবাড়িতে পথ অবরোধ, স্কুলের গেটে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট ।। তীব্র শিক্ষক সংকটের অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কুমারঘাট মহকুমার কাঞ্চনবাড়ি ধনসিংহ চৌধুরী ইংলিশ মিডিয়াম মেমোরিয়াল প্রাইমারি এইচএস স্কুলের মর্নিং সেকশন। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা বিক্ষোভে সামিল হন। এক পর্যায়ে স্কুলের প্রবেশ গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং কুমারঘাট-কাঞ্চনপুর মেইন রোডের স্কুল সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, স্কুলের মর্নিং সেকশনে প্রায় ৪০০ জন শিক্ষার্থী থাকলেও বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র চারজন। ফলে এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকটের সমস্যা চললেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ অভিভাবকদের।

এদিন সকালে প্রথমে স্কুল চত্বরে জড়ো হয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে পরিস্থিতি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২০ আগষ্ট ।। সাব্রুম মহকুমার পূর্ব হরিণা ২ নম্বর ওয়ার্ডে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম-পরিচয় ও ঘটনার প্রকৃত কারণ নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জানা গেছে, মৃতা রঞ্জিত সূত্রধরের স্ত্রী।

পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বুধবার রাতে স্বামী-স্ত্রী একই ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ রঞ্জিত সূত্রধর ঘুম থেকে উঠে পাশের একটি ঘরে তাঁর স্ত্রীকে আগুনে পুড়ে পড়ে থাকতে দেখেন। পরিবারের দাবি, ওই গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন।

তবে ঘটনাটিকে ঘিরে বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে এসেছে। একই বাড়ির পাশের ঘরে আগুন লাগার ঘটনা কীভাবে স্বামীর নজরে এল না, আগুন লাগার সময় কোনও ধোঁয়া, গন্ধ বা শব্দ তিনি টের পেয়েছিলেন কি নাতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আত্মহত্যার দাবি করা হলেও ঘটনার প্রকৃত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট ।। আজ সারা দেশে সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর ৮২ ৩ম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।এদিন প্রথমে কংগ্রেস ভবনের সামনে পতাকা উত্তোলন করে রাজীব গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা সহ দলের নেতৃত্বরা। পরবর্তী সময় গান্ধীঘাটের শহীদ বেদীতেও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করলেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

পাশাপাশি এই দিনটিকে সৎ ভাবনা দিবস হিসেবেও উদযাপন করলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, গোপাল চন্দ্র রায় অন্যান্য প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বগণ।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, আজ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিট-ইউজি ২০২৬-এ বিলোনিয়ার বৈভব রায়ের নজরকাড়া সাফল্য, সর্বভারতীয় মেধাতালিকায় স্থান ১৬৬তম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ আগষ্ট ।। নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে দক্ষিণ ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করলেন বিলোনিয়ার রাজীব কর্নারের কৃতী ছাত্র বৈভব রায়। চিকিৎসা শিক্ষায় ভর্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সর্বভারতীয় মেধাতালিকায় ১৬৬তম স্থান অর্জন করেছেন। তাঁর প্রাপ্ত পার্সেন্টাইল ৯৯.৯৯১৪। একইসঙ্গে তিনি নিট-ইউজি পরীক্ষায় ত্রিপুরার রাজ্যসেরার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

শুধু নিট-ইউজি নয়, ত্রিপুরা যৌথ প্রবেশিকা পরীক্ষার জীববিজ্ঞান শাখাতেও অসাধারণ ফল করেছেন বৈভব। ওই পরীক্ষায় ত্রিপুরার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনি।

বৈভবের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসকের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রশংসাপত্র।

দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, নিয়মিত পড়াশোনা, শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রস্তুতি এবং অদম্য মানসিকতাকেই বৈভবের এই সাফল্যের মূল কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর পরিবার, বেলোনিয়া শহর এবং গোটা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা।

নিট-ইউজি এবং ত্রিপুরা যৌথ প্রবেশিকাদুই পরীক্ষাতেই তাঁর অসাধারণ ফল রাজ্যের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে চিকিৎসা এবং অন্যান্য পেশাদার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখা পড়ুয়াদের কাছে বৈভবের সাফল্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে ২৫ কেজি গাঁজাসহ আটক তিন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন থেকে প্রায় ২৫ কেজি গাঁজাসহ তিন মহিলাকে আটক করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় রেলপথে গাঁজা পাচারের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পূর্ব আগরতলা থানার একটি দল যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে অভিযান চালায়। সেখানে সন্দেহভাজন তিন মহিলাকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে তাদের কাছ থেকে আনুমানিক ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।

আটক তিন মহিলা হলেন মোনাকিয়া দেবী, রিকু দেবী এবং পিংকি কুমার। তারা বিহারের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথ অবরোধে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগষ্ট ।।একাধিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অভয়নগর সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা অফিসের সামনে পথ অবরোধ করলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। বৃহস্পতিবার তাঁদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের দাবি, তাঁদের দ্রুত নিয়মিত করতে হবে। নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে সমকাজে সমবেতন চালু করার পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করতে হবে। এছাড়াও ত্রিপুরা হাইকোর্টের একক বিচারপতির রায় এবং ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে মান্যতা দিয়ে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাকে সুদসহ গ্র্যাচুইটি প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

তাঁদের আরও দাবি, ত্রিপুরার সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের মধ্য থেকে সুপারভাইজার পদে ৫০ শতাংশ নিয়োগ প্রমোশনের মাধ্যমে করতে হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর করারও দাবি রয়েছে।

অবসরকালীন পেনশনের পরিমাণও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা এবং সহায়িকাদের জন্য ৭ হাজার টাকা অবসরকালীন পেনশন নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি পুজোর বোনাস হিসেবে ১০ হাজার টাকা প্রদানের দাবিও জানানো হয়েছে।

পোষণ ট্র্যাকার সংক্রান্ত কাজের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ল্যাপটপ ও রিচার্জের সুবিধা দেওয়ার দাবি উঠেছে। একইসঙ্গে বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ত্রিপুরার ৫৭টি প্রকল্পে সমপরিমাণে পোষণ আহারের ফিড

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 21-08-2026, 00:41

জাগরণ আগরতলা ২১ আগস্ট, ২০২৬ ইং
৩ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বদলাইয়া যাইতেছে জনবিন্যাস

পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়া অকাল তখতের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। শিখদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পীঠস্থান অকাল তখতের ভারপ্রাপ্ত জথেদার জ্ঞানী কুলদীপ সিং গরগাজ শিখ দম্পতিদের অন্তত তিনটি সন্তান নেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, পাঞ্জাবে প্রজনন হার কমিয়া ১.৬ শতাংশে নামিয়া আসিয়াছে, যাহা জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় হারের ২.১ শতাংশ চাইতে অনেক কম।পাঞ্জাবের শিখ যুবকদের মধ্যে পড়াশোনা বা কর্মসংস্থানের জন্য কানাডা, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার মতো দেশে পাড়ি জমানোর প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়ছে। শিখ সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেরিতে বিয়ে করা এবং এক বা দুটি সন্তানের ছোট পরিবার গঠনের মানসিকতা তৈরি হইয়াছে। ণ্ডজথেদার জ্ঞানী কুলদীপ সিং গরগাজ শিখ তরুণ-তরুণীদের ৩০ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার এবং প্রতিটি পরিবারে অন্তত তিনটি সন্তান নেওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি পরিবারে পুত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যাসন্তানকেও সমভাবে আপন করিয়া নেওয়ার বার্তা দিয়াছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি যুবসমাজকে খলসা পন্থ ও শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহিব জির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার ওপর জোর দেওয়া হইয়ায়েছে। পাঞ্জাবে শিখরা বৃহত্তম নির্বাচনী ও সামাজিক শক্তি হইলেও এই জনমিতিক পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর আশঙ্কা তৈরি হইয়াছে। ফলে এই সামাজিক ও ধর্মীয় সংকট মোকাবিলায় অকাল তখতের পক্ষ থেকে এই ধরণের জরুরি পদক্ষেপের ডাক দেওয়া হইয়ায়েছে।

পাঞ্জাবের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায় শিখ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বরাবরই অত্যন্ত বেশি। রাজ্যের নির্বাচনে শিখ ভোট কোন দিকে যাইতেছে , তাহার উপর অনেক সময় রাজনৈতিক সমীকরণ নির্ভর করে। তবে গত কয়েক বছরে কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আশায় বহু মানুষ পাঞ্জাব ছাড়িয়া দেশের অন্য রাজ্য কিংবা বিদেশে পাড়ি দিয়াছেন। এর পাশাপাশি জন্মহারের পরিবর্তনও রাজ্যের জনসংখ্যার চিত্রে প্রভাব ফেলিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া পরিবার বাড়ানোর আহ্বান জানাইয়ছে অকাল তখত। ধর্মীয় এই প্রতিষ্ঠানটি শিখদের তুলনামূলক কম বয়সে বিয়ে এবং বেশি সন্তান নেওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছে।অকাল তখতের ভারপ্রাপ্ত জথেদার জ্ঞানী কুলদীপ সিং গরগাজ গত ১৭ আগস্ট একটি বিবৃতিতে শিখদের ৩০ বছর বয়সের আগেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে তিনি অন্তত তিনটি সন্তান নেওয়ার কথাও বলেন। তাঁহার বক্তব্যের পিছনে শিখ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়া যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলিয়া মনে করা হইতেছে । এর আগে ২০২৫ সালের ২ ডিসেম্বরও একই ধরনের পরামর্শ দিয়াছিলেন গরগাজ। তবে এই ধরনের বক্তব্য অকাল তখতের পক্ষ থেকে এই প্রথম নয়। এর আগেও ২০১৫ সালের মে মাসে তৎকালীন জথেদার জ্ঞানী গুরবচন সিং শিখদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়া একই ধরনের মন্তব্য করিয়াছিলেন।পরিসংখ্যানেও পাঞ্জাবের জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কিছুটা ছবি ধরা পড়িয়াছে। ২০২১ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, পাঞ্জাবে প্রজনন হার কমিয়া ১.৬-এ দাঁড়াইয়ছে। অন্যদিকে, ২০১১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান বলিতেছে, ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভারতের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৭.৭ শতাংশ। সেখানে একই সময়ে শিখ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪ শতাংশ। ফলে দীর্ঘমেয়াদে এই প্রবণতা নিয়া সম্প্রদায়ের ভিতরে উদ্বেগ তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কর্মসংস্থানের জন্য তরুণ প্রজন্মের রাজ্যের বাইরে চলিয়া যাওয়া এবং কম জন্মহার দুইয়ের প্রভাবেই জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলাইতে পারে বলে আশঙ্কা রহিয়াছে।

তবে অকাল তখতের এই পরামর্শকে ঘিরিয়া পাঞ্জাবের রাজনৈতিক মহলে এখনও বড় কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। রাজ্যের শাসকদল আম আদমি পার্টি, কংগ্রেস এবং শিরোমণি অকালি দলতিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলই গরগাজের বক্তব্য নিয়া কার্যত নীরব। এর একটি কারণ, পাঞ্জাবের রাজনীতিবিদরা সাধারণত অকাল তখতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য নিয়া সরাসরি মন্তব্য করিতে সতর্ক থাকেন। ফলে রাজনৈতিক দলগুলির তরফে প্রকাশ্যে সমর্থন বা বিরোধিতা, কোনওটাই এখনও স্পষ্ট হয়নি।

অন্যদিকে, অকাল তখতের এই বার্তাকে শুধুমাত্র বেশি সন্তান নেওয়ার আহ্বান হিসাবে না দেখিয়া বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন রহিয়াছে। পাঞ্জাব থেকে তরুণদের বিদেশমুখী হওয়ার প্রবণতা, কমিয়া যাওয়া প্রজনন হার এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পার্থক্যসব মিলাইয়াই এই আলোচনা সামনে আসিয়াছে। তবে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ বাস্তবে কতটা প্রভাব ফেলিবে, তাহা সময়ই বলিবে। আপাতত অকাল তখতের বক্তব্য পাঞ্জাবের জনবিন্যাস, পরিবার পরিকল্পনা এবং তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়া নতুন করিয়া আলোচনার দরজা খুলিয়া দিয়াছে।

ভাঙা টিনের ফুটো দিয়ে বৃষ্টি পড়ে, তবু আবাস যোজনার তালিকায় নাম নেই পরিমল দাসের

আগরতলা, ২০ আগস্ট: জিও-ট্যাগিং হয়েছে তিনবার। পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে ব্লকের আধিকারিকঅনেকেই আশ্বাস দিয়েছেন। অথচ কালাছড়া ব্লকের ২০২৬ সালের আবাস যোজনার খসড়া তালিকায় নামই নেই উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পরিমল দাসের। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাম তালিকায় না থাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পরিবারটির মধ্যে।

৫৫ বছর বয়সি পরিমল দাস পেশায় দিনমজুর। স্ত্রী, তিন ছেলে, এক পুত্রবধূ এবং ছোট্ট নাতনিকে নিয়ে মোট সাত সদস্যের সংসার তাঁর। বড় ছেলেও বাবার সঙ্গে দিনমজুরির কাজ করেন। দুজনের সামান্য উপার্জনে সাতজনের সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়। ফলে নতুন বাড়ি তৈরির কথা তাঁদের কাছে কার্যত বিলাসিতা।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মেজো ছেলে কাজের সন্ধানে ঘুরলেও নিয়মিত কাজ পান না। ছোট ছেলে কলেজে পড়াশোনা করছেন। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও ছেলের পড়াশোনা বন্ধ করেননি পরিমলবাবু। সংসারের খরচ সামলে তাঁর পড়াশোনার খরচ জোগাতে প্রতিদিনই হিসাব কষতে হয়।পরিবারটির থাকার ঘরের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। কাঁচা ঘরের টিনের চালে রয়েছে অসংখ্য ফুটো। সামান্য বৃষ্টি হলেই ঘরের ভিতরে জল পড়ে। ঝড়-বৃষ্টির সময় পরিবারের সাত সদস্যকে আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটাতে হয়। কখন জীর্ণ চাল ভেঙে পড়ে, সেই আশঙ্কাও রয়েছে।শুধু বসতঘর নয়, পরিবারের শৌচাগারের অবস্থাও শোচনীয়। কাঁচা শৌচাগার ব্যবহার করতে হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে মহিলাদের। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। পরিমল দাসের অভিযোগ, একাধিকবার জিও-ট্যাগিং হওয়ার পরও কেন ২০২৬ সালের আবাস যোজনার খসড়া তালিকায় তাঁর নাম নেই, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর থেকে আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে কোনও সুফল না মেলায় ক্ষোভ বাড়ছে তাঁর। প্রতিকারের দাবিতে গত ৮ আগস্ট কালাছড়া ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগও জমা দিয়েছেন পরিমল দাস। তাঁর আবেদন এখন প্রশাসনিক স্তরে রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিবারের মাথার ওপর একটি পাকা ছাদ এবং একটি পাকা শৌচাগার জুটবে কি না, সেই উত্তর এখনও অধরা।প্রশাসনিক আশ্বাস ও বাস্তব পরিস্থিতির এই ব্যবধানের মধ্যে দিন কাটছে উত্তর হুরুয়ার এই দিনমজুর পরিবারটির। দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে আবাস যোজনার সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পরিমল দাস।

এমএসএমএই-কে শক্তিশালী করতে সংস্কারের পরবর্তী পর্যায়

শ্রীমতী শোভা করন্দলাজে
মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস মন্ত্রক
এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

১. মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস (এমএসএমএই) ডেভেলপমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬, সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এবং এমএসএমএই-গুলির পরিকাঠামো ও বাস্তুতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দেশের উন্নয়নে এমএসএমএই-গুলি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। গত কয়েক বছরে এমএসএমএই ক্ষেত্র প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন পালক যোগ করেছে। বর্তমানে 'উদ্যম রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল'-এ ৯ কোটিরও বেশি এমএসএমএই নথিভুক্ত রয়েছে, যা ৪০ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। দেশের অর্থনীতিতে এমএসএমএই-গুলির অবদান ৩১ শতাংশ এবং রপ্তানিতে ৫০ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির কল্পিত 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এমএসএমএই ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে। এমএসএমএই-গুলি ভারতের উন্নয়নের চালিকাশক্তি এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এমএসএমএই ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, 'উদ্যম'-এ নথিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যায় ক্রমাগত বৃদ্ধিই স্পষ্ট। ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল যেখানে নথিভুক্ত এমএসএমএই-এর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬৫ লক্ষ, বর্তমানে তা বেড়ে ৯ কোটিরও বেশি হয়েছে। এর ফলে এমএসএমএই-গুলির আনুষ্ঠানিক নথিভুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে।

২. ২০২০ সালে মাইক্রো, স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের শ্রেণিবিন্যাসকে আরও ব্যাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা হয়। এর ফলে উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রের মধ্যে থাকা পার্থক্য দূর করা হয়। এই কাঠামোর অধীনে বিনিয়োগ ও বার্ষিক টার্নওভারউভয়কেই ভিত্তি করে একটি সমন্বিত মানদণ্ড তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে, ২০২৫ সালে মাইক্রো, স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের বিনিয়োগের সীমা যথাক্রমে আড়াই গুণ বাড়িয়ে ২.৫ কোটি টাকা, ২৫ কোটি টাকা এবং ১২৫ কোটি টাকা করা হয়। একইসঙ্গে, টার্নওভারের সীমাও দ্বিগুণ করে যথাক্রমে ১০ কোটি টাকা, ১০০ কোটি টাকাএবং ৫০০ কোটি টাকা করা হয়। এই পরিবর্তনগুলি প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধনী বিনিয়োগ বাড়াতে, ব্যবসার পরিসর সম্প্রসারণ করতে, নিজেদের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে এবং প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে তাদের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।

৩. অর্থের সহজলভ্যতা এমএসএমএই ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এমএসএমএই ক্ষেত্রের জন্য ব্যাংক ঋণের প্রাপ্যতা বাড়াতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের প্রবাহকে আরও শক্তিশালী করতে মন্ত্রক ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। এর ফলে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য ও উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফলও দেখা যাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এমএসএমএই ক্ষেত্রকে দেওয়া বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে ৩৮ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি হয়েছে। ক্রেডিট গ্যারান্টি ট্রাস্ট ফর মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেস মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজগুলিকে দেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রদান করে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০০০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজগুলির জন্য ৩ লক্ষ ১৪ হাজার কোটি টাকার ঋণের গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছিল। গত চার বছরে, অর্থাৎ ২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত, এই পরিমাণ বেড়ে ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি হয়েছে। এর ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ঋণ সহায়তার পরিসর যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম-এর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইক্রো এন্টারপ্রাইজকে ২৪ হাজার ৯০৩ কোটি টাকার "মার্জিন মানি" ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আনুমানিক ৭৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং তৃণমূল স্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরও সহায়তা মিলেছে।

৪. এমএসএমএই মন্ত্রকের মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেস, ২০১২-এর জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির জন্য প্রতি বছর তাদের মোট ক্রয়ের ২৫ শতাংশ মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজ থেকে সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে ৩ শতাংশ ক্রয় মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজের মালিকানাধীন মহিলা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে এবং ৪ শতাংশ এসসি/এসটি উদ্যোক্তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে করার বিধান রয়েছে। এর ফলে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় এই শ্রেণিগুলির জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে। বছরের পর বছর মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজগুলির কাছ থেকে সরকারি ক্রয়ের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে, যা সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় তাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের প্রতিফলন। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজগুলির কাছ থেকে সরকারি ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮০১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা সিপিএসই-গুলির জন্য নির্ধারিত ২৫ শতাংশ ক্রয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৪৯ শতাংশেরও বেশি। এর মধ্যে এসসি/এসটি উদ্যোক্তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকা এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে ৯ হাজার ৫৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় করা হয়েছে।

৫. এমএসএমএই-গুলিকে সময়মতো অর্থপ্রদান নিশ্চিত করতে মন্ত্রক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম উদ্যোগ হল ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম। এটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র নিয়ন্ত্রিত একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যা ২০১৭ সালে চালু করা হয়েছিল। ভারতে এমএসএমই-গুলির সংকট এবং কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা মেটানোই এর মূল উদ্দেশ্য। ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ইনভয়েস ডিসকাউন্টিংয়ের মাধ্যমে এমএসএমএই ক্ষেত্র ৮ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকার সময়মতো অর্থপ্রদান পেয়েছে। এই ব্যবস্থায় এমএসএমএই-গুলির অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত এমএসএমএই-র সংখ্যা ২০২২ সালের এপ্রিলে ৩৪,৪৩০ থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের মার্চে ২ লক্ষ ৫৫ হাজারেরও বেশি হয়েছে। একই সময়ে, এমএসএমএই-গুলির ইনভয়েস ডিসকাউন্টিংয়ের পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৪০ হাজার ০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি হয়েছে। ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম-এ ইনভয়েস ডিসকাউন্টিংয়ের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এমএসএমই-গুলিকে সময়মতো অর্থপ্রদান নিশ্চিত করা এবং তাদের সুবিধা ও কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

৬. একই লক্ষ্যে, বিলম্বিত অর্থপ্রদান এবং সংশ্লিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সারা দেশে ১৬১টি মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেস ফ্যাসিলিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। সংশোধনীতে মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেস ফ্যাসিলিটেশন কাউন্সিল-গুলির গঠন নির্ধারণের ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতে দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী এই কাউন্সিলগুলি গঠন করা সম্ভব হবে এবং সমস্যা সমাধানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংশোধনী বিলটি অনলাইন ডিসপিউট রেজোলিউশন ব্যবস্থাকেও সক্ষম ও আরও শক্তিশালী করেছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দ্রুত এবং কম খরচে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

৭. এমএসএমই মন্ত্রক মহিলা উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মন্ত্রকের একাধিক প্রকল্পে মহিলাদের জন্য বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে। বর্তমানে 'উদ্যম পোর্টাল'-এ নথিভুক্ত এমএসএমই-গুলির ৩৯ শতাংশেরও বেশি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ, প্রায় ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ এমএসএমই মহিলাদের মালিকানাধীন এবং এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি উদ্যোগপতি হিসেবে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণেরই প্রতিফলন। ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের আওতায় মহিলাদের জন্য সর্বোচ্চ ৯০ শতাংশ পর্যন্ত গ্যারান্টি কভারেজের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি, বার্ষিক গ্যারান্টি ফিতেও সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়। প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড মার্কেটিং সাপোর্ট স্কিমের আওতায় বাণিজ্য মেলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হয়, যেখানে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের জন্য এই ভর্তুকির হার ৮০ শতাংশ। পিএমইজিপি-এর আওতায় গ্রামীণ এলাকার মহিলা উদ্যোক্তাদের ৩৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের মহিলা উদ্যোক্তাদের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়ার বিধান রয়েছে।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নও মন্ত্রকের অন্যতম অগ্রাধিকার। বর্তমানে 'উদ্যম'-এ নথিভুক্ত ১ কোটি ২৪ লক্ষেরও বেশি এমএসএমই-র মালিক তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত উদ্যোক্তারা। ন্যাশনাল এসসি-এসটি হাব স্কিম এমএসএমই মন্ত্রকের একটি কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের প্রকল্প, যা ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল এসসি-এসটি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, তাঁদের মধ্যে 'উদ্যোক্তা সংস্কৃতি' গড়ে তোলা এবং এমএসএমই ক্ষেত্রে এসসি-এসটিউদ্যোক্তাদের আরও বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮. মন্ত্রকের এই ধারাবাহিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করতে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট আমেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬ পাস করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল এমএসএমই ক্ষেত্রের বিদ্যমান সমস্যাগুলির সমাধান করা, প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও উন্নত করা, ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সহজতা বৃদ্ধি করা এবং অপ্রয়োজনীয় জটিলতা কমিয়ে বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করা। এর প্রধান বিষয়গুলি হল:

১. মাইক্রো, স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজগুলির বিনামূল্যে ও স্বেচ্ছামূলক নথিভুক্তির জন্য একটি জাতীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নির্ধারণের বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, বিনিয়োগ ও টার্নওভারের ভিত্তিতে এমএসএমই-গুলির শ্রেণিবিন্যাসকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

২. এমএসএমই-গুলির তারল্য-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমএসএমই-গুলির কাছ থেকে কেনাকাটার জন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা-কে ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম-এর মাধ্যমে ইনভয়েসের অর্থ মেটানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিকেও তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একই ধরনের বিধান গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৩. রাজ্য সরকারগুলিকে মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেস ফ্যাসিলিটেশন কাউন্সিল-এর গঠন যুক্তিসঙ্গতভাবে পুনর্বিন্যাস এবং অতিরিক্ত মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেস ফ্যাসিলিটেশন কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৪. মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজগুলির বিলম্বিত অর্থপ্রদান-সংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের বিধান করা হয়েছে।

৫. মধ্যস্থতা বা সালিশি রায়ের মাধ্যমে হওয়া নিষ্পত্তির অর্থ ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসেবে আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে।

৬. কোনো সালিশি রায় বা আদেশ বাতিলের আবেদন ছয় মাসের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন থাকলে, আদালত মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজের সরবরাহকারীদের পুরস্কৃত অর্থের অন্তত ৫০ শতাংশ পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারবে।

৭. কিছু বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অপরাধমূলক শাস্তির ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে তার পরিবর্তে ধাপে ধাপে শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমবারের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। বিস্তৃতভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ এবং বিষয়গুলির সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনার পর এই সংশোধনী আনা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুস্থায়ী এবং কর্মসংস্থানমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী এমএসএমই ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংশোধনীগুলি 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সরকারের অঙ্গীকারের সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আরও শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুস্থায়ী অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির আনুষ্ঠানিকীকরণে গতি আসবে, তাদের সম্প্রসারণের পথ সুগম হবে এবং তারা প্রবৃদ্ধির 'চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে উঠে আসতে সক্ষম হবে।

নির্বাসনের রাজনীতি ও কলকাতার আঙ্গিনা তসলিমা নাসরিনের ফেরা এবং নতুন সমীকরণ..

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

ইতিহাসের কিছু ঘটনা শুধু সময়কে চিহ্নিত করে না; রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার ক্যানভাসে একদিন দীর্ঘস্থায়ী প্রকম্পন সৃষ্টি করে। যে কলকাতা ২০০৭ সালের এক বিষাদময় দিনে রাজনৈতিক তোষণ এবং মৌলবাদী হুমকির মুখে তসলিমা নাসরিনকে ছিটকে ফেলেছিল; সেই শহরের রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে তসলিমার নামটি আজও এক অমলিন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গৃহহীন; নির্বাসিত এই মুক্তচিন্তক লেখকের কলকাতায় প্রত্যাগমন কিংবা তাঁর ফিরে আসার আকুতি কেবল একজন ব্যক্তির ঘরে ফেরার গল্প নয় এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে এপার ও ওপার বাংলার বহুমাত্রিক রাজনীতির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এবং শক্তির সমীকরণ। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে 'লজ্জা' উপন্যাস প্রকাশের পর বাংলাদেশী মৌলবাদীদের ফতোয়ার শিকার হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল তসলিমা নাসরিনকে। ইউরোপের তীব্র শীত আর দীর্ঘ একাকিত্বের পথ পেরিয়ে তিনি আশ্রয় খুঁজেছিলেন এই কলকাতায়। ভাষা; সংস্কৃতি এবং জলবায়ুর টানে কলকাতা ছিল তাঁর আত্মিক নিবাস। কিন্তু ২০০৭ সালের ২১ শে নভেম্বর কলকাতার পার্ক সার্কাস চত্বরে যে তাণ্ডব ঘটেছিল; তার জল গড়িয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতার অলিন্দে। ভোট ব্যাংক রক্ষার তাগিদে এবং রাজনৈতিক সমীকরণের চাপে তৎকালীন রাজ্য সরকার তাঁকে রাতারাতি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে বাধ্য করে। আয়রনি এটাই যে; যে প্রগতিশীলতার দোহাই দিয়ে তৎকালীন শাসকদল ক্ষমতা ধরে রাখতে চেয়েছিল; তসলিমা পর্ব সেই প্রগতিশীলতার মুখোশ খসিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও তসলিমা নাসরিনের কলকাতায় স্থায়ীভাবে ফেরার বিষয়টি অধরাই থেকে গেছে। শাসক বদলালেও রাজনৈতিক সমীকরণের মূল কাঠামোটি যে বদলাইনি; তসলিমার ক্রমাগত নির্বাসনই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। জাতীয় এবং আঞ্চলিক---উভয় স্তরের রাজনীতির কাছেই 'তসলিমা নাসিরিন' এমন এক নাম; যাকে ঘিরে পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়াটা সরাসরি ভোট ব্যাংকের ওপর প্রভাব ফেলে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য; সামাজিক মাধ্যমে তাঁর নিয়মিত মতামত এবং কলকাতায় তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকা উপস্থিতি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই প্রত্যাগমনের ভেতরে কেবল সাহিত্যের টান নয়; স্পষ্ট রাজনৈতিক ইঙ্গিতও দৃশ্যমান।

প্রথমত; জাতীয় রাজনীতির মেরুকরণ ও ব্যবহারের রাজনীতি। তসলিমা নাসরিন বহুবার স্পষ্ট করেছেন যে তিনি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পতাকাতলে নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া 'রেসিডেন্স পারমিট' বা 'ভিসার' ভিত্তিতেই তিনি ভারতে অবস্থান করছেন। দিল্লিতে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত এবং কলকাতার রাজনীতিতে তাঁর অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি অনেক সময় ডানপন্থী রাজনৈতিক শিবিরকে বাম ও আঞ্চলিক দলগুলোর 'তোষন রাজনীতি'কে আক্রমণ করার অস্ত্র তুলে দেয়। ফলে; তসলিমার ফিরে আসার লড়াইটি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; ভারতীয় রাজনীতি ছদ্ম- ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম তোষণ নীতির বিতর্কে এক বড় অনুঘটক হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত; বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়া ও ভূ-রাজনীতি। বাংলাদেশে যখনই রাজনৈতিক পরিবর্তন বা মৌলবাদী শক্তির পুনরুত্থান ঘটে; তখনই তসলিমা নাসরিনের কণ্ঠস্বর আরো সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ--- পুরো বঙ্গভাষী অঞ্চলে ধর্মীয় কট্টরপন্থার প্রসারের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘদিনের আপোসহীন অবস্থান স্পষ্ট। তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ও বক্তব্য মূলত রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মনে করিয়ে দেয় যে; সীমান্ত পেরিয়ে আসা মৌলবাদের ঢেউকে উপেক্ষা করা কতটা বিপদজনক হতে পারে। তৃতীয়ত; কলকাতার সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক অবস্থান পরীক্ষা।একসময় তসলিমার সমর্থনে কলকাতার রাজপথে মিছিল হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা এবং রাজনীতির পালাবদলে বহু বুদ্ধিজীবীই আজ নীরব। তসলিমার বারবার কলকাতায় ফিরে আসার চেষ্টা কোলকাতার তথাকথিত 'মুক্তচিন্তার সুশীল সমাজে'- এর দ্বিচারিতাকে জনসমক্ষে উন্মুক্ত করে দেয়। কোন বাকস্বাধীনতা গ্রহণযোগ্য আর কোনটি দলীয় স্বার্থে বর্জনীয় তসলিমা কেন্দ্রিক রাজনীতি সেই লক্ষণরেখাকে বারবার স্পষ্ট করে তোলে।

রাজনৈতিক এই জটিল আবর্তের বাইরে এসে দেখলে বোঝাই যায়; তসলিমা নাসরিন কেবল একটি রাজনৈতিক ঘুঁটি নন; তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম; যা ক্ষমতার চোখ রাঙ্গানিকে তোয়াক্কা করে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী এই লেখিকা তাঁর জীবন দিয়ে বুঝেছেন সমাজের আসল রোগটি কোথায়। কিন্তু রাজনীতির কারবারিরা সবসময় সত্যের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে ভালোবাসে; কারণ নির্ভেজাল সত্য ভোটের বাক্সে লাভ এনে দেয় না।

কলকাতা শহরটি চিরকাল বিদ্রোহী ও সংস্কারকদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর— যাঁরাই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন; সমাজ তাঁদের আঘাত করেছে। তসলিমা নাসরিন সেই একই ইতিহাসের ধারক। আর যখন তিনি নিঃসঙ্গতা আর অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে নিজের লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছেন; তখন তাঁর কলকাতায় ফেরার আকুতি আমাদের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার দিকে এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তসলিমা নাসরিনের এই প্রত্যাগমন এবং তা ঘিরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক ইঙ্গিত আসলে একটি আয়না। এই আয়নায় রাজনৈতিক দলগুলো দেখে তাদের ক্ষমতার হিসাব- নিকাশ; আর সাধারণ মানুষ দেখে বাক স্বাধীনতার প্রকৃত সীমারেখা। রাজনৈতিক মেরুকরণ বা ভোট ব্যাংকের স্বার্থ যেভাবেই তাঁকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুক না কেন; ইতিহাস দিনশেষে মনে রাখবে সেই আপোসহীন লেখিকাকেই; যিনি ভিটেমাটি হারিয়েও রাজনীতির কাছে মাথা নত করেননি। কলকাতা যদি সত্যি নিজেকে মুক্তচিন্তার পীঠস্থান বলে দাবি করতে চায়; তবে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে তসলিমাকে তাঁর ভালোবাসার শহরে ফিরিয়ে আনাই হবে ঐতিহ্যের সঠিক উদযাপন।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার— ৬২৯ ৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৩৫তম রাজ্যস্তরের মণিপুরী ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শহরে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। ছবি নিজস্ব

ত্রিপুরার শিল্প, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনে মণিপুরি লেখক এবং বৃহত্তর মণিপুরি সম্প্রদায়ের অবদান রয়েছে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: সরকার একটি ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে এবং সুরক্ষা দিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যারা সেই ভাষায় কথা বলেন, লেখেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ভাষাটিকে পৌঁছে দেন, তাঁরাই একটি ভাষাকে জীবন্ত রাখেন। আজ আগরতলায় ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি টাউনহলে ৩৫ তম রাজ্যস্তরের মণিপুরি ভাষা দিবস পালন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মণিপুর সরকারের শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রী খুরাইজাম লোকেন সিংহ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপুর ইউনিভার্সিটি অব কালচারের উপাচার্য পাওনাম গুনিন্দ্রো।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, মণিপুরি ভাষা দিবস উদযাপন শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠানই নয়। তিনি সেই সমস্ত মণিপুরি ভাষাভাষী মানুষ, লেখক, কর্মী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের আত্মত্যাগ এবং নিরলস প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করেন, যাঁদের সংগ্রামের ফলেই মণিপুরি ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি মণিপুরি ভাষার বিস্তৃতি এবং মেইতেই লিপির গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার শিল্প, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনে মণিপুরি লেখক এবং বৃহত্তর মণিপুরি সম্প্রদায়ের অবদান রয়েছে। ভারতের সংবিধানের অষ্টম তপশিলে মণিপুরি ভাষার অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষ্যে আজ আগরতলার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউনহলে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৩৫তম রাজ্য-স্তরের মণিপুরি ভাষা দিবস আজ পালন করা হয়। ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা বিভাগের অধিকর্তা আনন্দহরি জামাতিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মণিপুরি ভাষা উন্নয়ন পরামর্শদাতা কমিটির সহ-সভাপতি থ. নীলকুমার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের মণিপুরি সম্প্রদায়ের মানুষদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আগরতলার বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে। অংশগ্রহণকারীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে মণিপুরি সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরেন। মণিপুরের শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রী খুরাইজাম লোকেন সিংহ শোভাযাত্রাটির উদ্বোধন করেন।

মণিপুরের শিল্পমন্ত্রী খুরাইজাম লোকেন সিংহও ২০ আগস্টের ঐতিহাসিক গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তিনি জানান, ১৯৯২ সালে ছাত্রজীবনে তিনি মণিপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আয়োজিত মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। মণিপুরি ভাষা দিবস পালনের পাশাপাশি ভাষা ও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তিনি ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। মণিপুর ইউনিভার্সিটি অব কালচারের উপাচার্য পাওনাম গুনিন্দ্রো বলেন, মণিপুরি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির আন্দোলন শুধুমাত্র মণিপুরের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অসম ও ত্রিপুরায় বসবাসকারী মণিপুরি সম্প্রদায়ের মানুষও এই সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগ স্মরণ করা উচিত বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

১৯৯২ সালের ২০ আগস্ট সংবিধানের ৭১তম সংশোধনীর মাধ্যমে মণিপুরি ভাষা ভারতের সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে প্রতি বছর মণিপুরে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, যেখানে মণিপুরি ভাষাভাষী মানুষের বসবাস রয়েছে সেখানে মণিপুরি ভাষা দিবস পালিত হয়। এ বছরের উদযাপনের অংশ হিসেবে মণিপুরি ভাষা ও সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হয়। তাঁরা হলেন-নাটা সংকীর্তনের জন্য সালাম ব্রজেন্দ্র সিংহ, মণিপুরি লোকসংগীতে অবদানের জন্য সেলাইবাম জীবন সেন, মণিপুরি সাহিত্যে অবদানের জন্য শামুলাইলাতম ওংবি সুরাধানি শর্মা এবং মণিপুরি ভাষার শিক্ষক হিসেবে অবদানের জন্য গুরুমায়ুম নিতাই শর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মণিপুরি ঐতিহ্য ও বিভিন্ন শিল্পকলার পরিবেশনা নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর করার অঙ্গীকার

নয়াদিল্লি/টোকিও, ২০ আগস্ট (আইএএনএস): ভারত ও জাপান দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। দুই দেশই 'জাপান-ইন্ডিয়া স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড গ্লোবাল পার্টনারশিপ'-এর আওতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। দুই দেশের মতে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে এই অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ।নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমির মধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে পারস্পরিক মূল্যায়ন বিনিময়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। একইসঙ্গে নৌ ও আকাশপথে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ব্যাহত করে এমন একতরফা পদক্ষেপ এবং শক্তি বা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেছে দুই দেশ।জুলাই ২০২৬-এ প্রকাশিত জাপান-ভারত যৌথ বিবৃতির কথা উল্লেখ করে দুই প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক গড়ে তুলতে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি দেন।

বৈঠকে সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে দুই দেশ একমত হয়। এ লক্ষ্যে 'মেরিটাইম সিকিউরিটি কো-অপারেশন'-কে আরও শক্তিশালী করতে একটি মেমোরেন্ডাম অব অ্যারেঞ্জমেন্ট স্বাক্ষর করা হয়। এর মাধ্যমে জাপান মেরিটাইম সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্স এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো হবে। এর মধ্যে সামুদ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বা মেরিটাইম ডোমেইন অ্যাওয়ারনেস-সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান এবং মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।সমুদ্রপথে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রুট বা সমুদ্র যোগাযোগ পথ সুরক্ষিত রাখতে দুই দেশ পারস্পরিক নৌ-সফর, যৌথ মহড়া, কর্মী ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিনিময় এবং বন্দর ব্যবহারের পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত পরিষেবায় পারস্পরিক সহায়তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।প্রতিরক্ষা জাহাজ নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একে অপরের সক্ষমতা কাজে লাগানোর বিষয়েও দুই দেশ আলোচনা করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র আওতায় ভারতের উৎপাদন সক্ষমতা ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে জাপানের সঙ্গে আলোচনা আরও গভীর করার বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে। একইসঙ্গে পারস্পরিকভাবে জাহাজ মেরামতের সুবিধা ব্যবহারের ব্যবস্থা চালু করতে দ্রুত চুক্তি সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভারত ও জাপান 'ধর্মা গার্ডিয়ান' সেনা মহড়া এবং 'জাইমেক্স' সামুদ্রিক মহড়াসহ দ্বিপাক্ষিক সামরিক মহড়ার ধারাবাহিক সম্প্রসারণ ও গভীরতাকেও স্বাগত জানিয়েছে। বিশেষভাবে 'বীর অভিভাবক ২৬' বিমান মহড়ার প্রস্তুতিতে অগ্রগতিকে স্বাগত জানানো হয়। চলতি বছর অনুষ্ঠিতব্য এই মহড়ায় প্রথমবারের মতো জাপান এয়ার সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্সের যুদ্ধবিমান ভারতে এসে অংশ নেবে।ভবিষ্যতে যৌথ মহড়ায় আরও জটিলতা ও সমন্বয় বাড়ানো, মানববিহীন প্রযুক্তি ব্যবস্থার ব্যবহার এবং সুযোগ তৈরি হলে স্বল্প নোটিসে যৌথ মহড়া পরিচালনার বিষয়েও দুই দেশ সম্মতি জানিয়েছে।

দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়াতে বিশেষ বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ভারতের ইন্টিগ্রেটেড থিয়েটার কমান্ড গঠনের পর জাপানের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

রাজনাথ সিং জাপানের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত নীতিমালার সাম্প্রতিক পর্যালোচনাকে স্বাগত জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলসহ বিশ্বজুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জাপান আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি ভারত ও জাপানের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি অংশীদারিত্ব আরও গভীর করার ওপরও তিনি জোর দেন।দুই দেশই জানিয়েছে, নিজেদের নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন অনুযায়ী পারস্পরিক পরামর্শ অব্যাহত থাকবে।

এনডিএ ৩.০-এর ১০০ দিন পূর্তিতে 'বিকশিত অসম'-এর লক্ষ্যে ফের জোর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ২০ আগস্ট (আইএএনএস): রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের তৃতীয় টানা মেয়াদের ১০০ দিন পূর্ণ হওয়ায় উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি 'বিকশিত অসম' গড়ার লক্ষ্যের কথা তুলে ধরে জানান, এই ১০০ দিন পূর্ণ হওয়া সরকারের মানুষের প্রতি আন্তরিকভাবে কাজ করার অঙ্গীকার এবং উন্নয়ন ও জনকল্যাণে নতুন মাইলফলক তৈরির সংকল্প আরও একবার মনে করিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ।বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট ২০২৬ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জনাদেশ নিয়ে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার কয়েক মাস পর এই ১০০ দিন পূর্ণ হল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে এই নির্বাচনী জয় অসমে বিজেপির রাজনৈতিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৯০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮২টি আসনে জয় পায়। ১২৬ সদস্যের বিধানসভায় এই প্রথম এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণ্ডি পেরোয় বিজেপি। জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ (এজিপি) এবং বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) ১০টি করে আসনে জয় পায়। ফলে এনডিএ-এর মোট আসনসংখ্যা দাঁড়ায় ১০২।অন্যদিকে ১৯টি আসন নিয়ে কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসে। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈয়ের নেতৃত্বে দল নির্বাচনে লড়াই করলেও তিনি জোরহাট আসনে পরাজিত হন।নির্বাচনে ভোটদানের হারও ছিল উল্লেখযোগ্য৮৫.৯৬ শতাংশ। অসমজুড়ে ভোটারদের উচ্চ অংশগ্রহণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মানুষের সক্রিয় উপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জলুকবাড়ি কেন্দ্র থেকে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়ে ১২ মে টানা দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এর মধ্য দিয়ে অসমে এনডিএ সরকারের তৃতীয় মেয়াদের সূচনা হয়।সরকারের ১০০ দিনের কর্মসূচির মূল বক্তব্যে উন্নয়ন, পরিকাঠামো, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার উন্নয়ন এবং জনকল্যাণএই দুই লক্ষ্যকে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেছেন।নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রাজনৈতিক অবস্থানও আরও শক্তিশালী করেছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের হাতে আরও বিস্তৃত জনাদেশ রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ডিওয়াইএফআই - এর ১৫ আগস্টের রক্তদান কর্মসূচি নিয়ে বিতর্ক মানিক সরকার ও সিপিআইএমকে কড়া আক্রমণ রামপ্রসাদ পালের

আগরতলা, ২০ আগস্ট: ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে রক্তদান কর্মসূচি ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের জবাব দিতে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন উপাধ্যক্ষ তথা সূর্যমনিনগর কেন্দ্রের বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। তাঁর অভিযোগ, স্বাধীনতা দিবসে রক্তদান কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া কিংবা জাতীয় পতাকা উত্তোলনে কোনও ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বরং ভুল বোঝাবুঝি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে বিকৃত করে প্রচার করা হয়েছে।সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক দাবি করেন, ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী তাঁকে ফোন করে জানান, তাঁর বিধানসভা এলাকায় ১৫ আগস্ট উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচি করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি জানার পর তিনি খোঁজ নিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরীকে জানান, কর্মসূচি করতে কোনও বাধা নেই এবং প্রয়োজনে তিনি নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ওই রাতেই তিনি ফের জিতেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং পরদিন কর্মসূচি করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। তাঁর দাবি, তখন বিরোধী দলনেতা তাঁকে জানান, কর্মসূচিটি ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। পরে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কর্মসূচি করার কথাও বলা হয়েছিল বলে দাবি করেন বিধায়ক।রামপ্রসাদ পালের অভিযোগ, স্থানীয়ভাবে বিষয়টি নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল। রক্তদান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনা হলেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন বা রক্তদানে বাধা দেওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাঁর দাবি, কিছু বিচ্ছিন্ন বক্তব্য ও ভিডিও সম্পাদনা করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে ঘটনাটিকে অন্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে।বিধায়ক আরও দাবি করেন, প্রথমদিকে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে ১০-১২ জন রক্তদানের কথা বলা হলেও স্থানীয় বাসিন্দারা কর্মসূচিটি আরও বড় আকারে করার প্রস্তাব দেন। তাঁর অভিযোগ, যুব মোর্চা এবং স্থানীয়রা বলেছিল স্বাধীনতা দিবসের দিন এটি এলাকার একটি অনুষ্ঠান হিসেবে রক্তদান শিবির করা হোক। এটিকে যেন রাজনৈতিক রং দেওয়া না হয়। কিন্তু তাতে রাজি হয়নি নবারুণ দেব।সাংবাদিক সম্মেলনে রামপ্রসাদ পাল সিপিআইএমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকেও তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, মানিক সরকার ও সিপিআইএমের কিছু নেতা-কর্মী মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে জনমত তৈরির চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি সিপিআইএমের কর্মীদের 'অস্ত্র হাতে নেওয়ার' বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি এর তীব্র সমালোচনা করেন। এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বিধায়ক বলেন, রাজ্যের মানুষ সিপিআইএমের দীর্ঘ শাসনকাল এবং সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাক্ষী। তাঁর অভিযোগ, সিপিআইএম আবারও যদি অস্ত্র ও হিংসার রাজনীতির দিকে ফিরে যেতে চায়, তাহলে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি বলেন, বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমের যুগে মানুষ অনেক বেশি সচেতন। ভয় দেখিয়ে মানুষকে চুপ করিয়ে রাখার রাজনীতি আর চলবে না।সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে সরাসরি নিশানা করেন বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনের পরও মানিক সরকার বর্তমান রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, অথচ তাঁর শাসনামলে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ কেমন ছিল, তা মানুষ ভুলে যায়নি।

রামপ্রসাদ পালের দাবি, বাম আমলে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অত্যাচার, ভয় দেখানো এবং রাজনৈতিক হিংসার একাধিক ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর অভিযোগ, বিশেষ করে তাঁর বিধানসভা এলাকার কিছু অংশে সিপিআইএমের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের প্রভাব এতটাই ছিল যে সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে পারতেন না।

তিনি আরও দাবি করেন, তাঁর বিধানসভা এলাকায় বাম আমলে উন্নয়নও যথেষ্ট পিছিয়ে ছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, যে এলাকায় প্রায় ৬০টি রাস্তার প্রয়োজন ছিল, সেখানে মাত্র কয়েকটি রাস্তা ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে তাঁর মেয়াদে প্রায় ২০-২৫টি রাস্তা নির্মাণ হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।তাঁর দাবি, সিপিআইএমের শাসনামলে বিরোধীদের উপর রাজনৈতিক চাপ ও সন্ত্রাসের পরিবেশ ছিল। বক্তব্যের এক পর্যায়ে অতীতের রাজনৈতিক হিংসা ও কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রসঙ্গও তোলেন রামপ্রসাদ পাল। তাঁর অভিযোগ, বাম আমলে তাঁর বিধানসভা এলাকার একটি পঞ্চায়েতকে ঘিরে একাধিক খুনের ঘটনা ঘটেছিল এবং রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমত পোষণকারীদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ ছিল।তিনি কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও পুরনো রাজনৈতিক ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে দাবি করেন, সিপিআইএমের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা-কর্মীরা বিরোধীদের ভয় দেখাতেন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতেন।

রামপ্রসাদ পালের আরও অভিযোগ, সিপিআইএমের একটি অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে এনে বিজেপি ও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে এবং যুব সংগঠনগুলির কর্মীদেরও রাজনৈতিকভাবে উত্তেজিত করা হচ্ছে।তবে একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, তাঁর দলও কোনও ধরনের রাজনৈতিক হিংসা চায় না। গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিজের কর্মসূচি করার অধিকার দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।সিপিআইএমকে সতর্ক করে বিধায়ক বলেন, রাজ্যে কোনওভাবেই রাজনৈতিক সংঘাতের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা উচিত নয়। তাঁর কথায়, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করুক, কিন্তু হিংসা বা অস্ত্রের রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না। তিনি আরও বলেন, ১৫ আগস্টের মতো জাতীয় দিবসকে রাজনৈতিক সংঘাতের বিষয় না করে সকলের উচিত ছিল ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচি পালন করা।সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে বিধায়ক দাবি করেন, রক্তদান কর্মসূচি বাতিল করার সিদ্ধান্ত সিপিআইএমের পক্ষ থেকেই নেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরারও আবেদন জানান তিনি।

ত্রিপুরার যুব ও উদ্যোগীদের নিয়ে "কর্পোরেট মিত্র" ওয়েবিনার সম্পন্ন

শিলং, ২০ আগস্ট : ত্রিপুরার যুবসমাজ, ছাত্রছাত্রী, উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির মধ্যে 'কর্পোরেট মিত্র' প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, শিলং-এর উদ্যোগে সম্প্রতি একটি সচেতনতামূলক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট অংশীদার উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রবর্তিত 'কর্পোরেট মিত্র' প্রকল্পের মূল লক্ষ্য টায়ার - ২ এবং টায়ার - ৩ শহরের এম.এস.এম.ই-গুলিকে আনুষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এনে তাদের সুসায়ী বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে সহায়তা করা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও একটি দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করা হবে, যারা স্থানীয় উদ্যোগগুলিকে নিয়ন্ত্রক বিধি মেনে চলা, কর ব্যবস্থা, হিসাবরক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, আইনি ও সেক্রেটারিয়াল কাজের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী সহায়তা দেবেন।ওয়েবিনারের উদ্বোধনী বক্তব্যে আই.আই.সি.এ -শিলং-এর অ্যাকাডেমিক লিড ও প্রিন্সিপাল রিসার্চার সঙ্গীতা বরুয়া যুবসমাজের দক্ষতা উন্নয়ন, এম.এস.এম.ই এবং স্টার্টআপগুলিকে সহায়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আইআইসিএ-শিলং-এর অফিসার ইন স্পেশাল ডিউটি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'কর্পোরেট মিত্র' উদ্যোগের নোডাল অফিসার দেবারুণ কলিতা বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের জন্য ২০০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে এবং স্থানীয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে ৫০ শতাংশ ফি ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর মতে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে মেধাপাচার রোধের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের প্রবৃদ্ধির নতুন ইঞ্জিন হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হবে।বিশেষ বক্তব্যে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের কস্ট অডিট ডিভিশনের অতিরিক্ত অধিকর্তা এবং আই আই সি এ"র সিএফও কপিল গোয়েল বলেন, প্রশিক্ষিত 'কর্পোরেট মিত্র'রা এম.এস.এম.ই-গুলিকে সঠিক আর্থিক নথি সংরক্ষণ, ঋণ পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি এবং কমপ্লায়েন্সের খরচ কমাতে সহায়তা করতে পারবেন।

ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরার উপাচার্য অধ্যাপক (ড.) যোগেশ প্রতাপ সিং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি এম.এস.এম.ই ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করে আনুষ্ঠানিকীকরণ, ডিজিটালাইজেশন, দক্ষতা উন্নয়ন ও অর্থায়নের সুযোগ বাড়ানোর ওপর জোর দেন।আই আই সি এর-র স্কুল অফ কর্পোরেট গভার্নস এন্ড পাবলিক পলিসি"র প্রধান অধ্যাপক ড: নীরজ গুপ্ত সুশাসন ও নৈতিক ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে দক্ষ পেশাজীবী তৈরির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। প্রযুক্তিগত অধিবেশনে আই.সি.এস.আই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সি.এস দ্বারকানাথ চেন্নুর প্রকল্পের উদ্দেশ্য, যোগ্যতা, সার্টিফিকেশন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে।বিস্তারিত জানান। প্রশ্নোত্তর পর্বে প্লেসমেন্ট, সার্টিফিকেশনের পর শিক্ষাসামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ, ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং বিভিন্ন ধরনের এম.এস.এম.ই"কে পরিষেবা দেওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা।হয়। আই.আই.সি.এ-শিলং-এর সেক্রেটারিয়েটের নেহা সিংয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ওয়েবিনারের সমাপ্তি হয়।

স্থিতিস্থাপক ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়তে ব্রিকস যোগাযোগমন্ত্রীদের বৈঠক আয়োজন করবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (আইএএনএস): তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), ডিজিটাল রূপান্তর, উদ্ভাবন এবং স্থিতিস্থাপক ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে শুক্রবার ১২তম ব্রিকস যোগাযোগমন্ত্রীদের বৈঠকের আয়োজন করবে ভারত।ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের মূল ভাবনা'স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ' এবং আইসিটি ট্র্যাকের ভাবনা'একটি স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যতের জন্য উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং রূপান্তর (আইসিটি)"-এর অধীনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ ও টেকসই ডিজিটাল উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটছে এই অগ্রাধিকারে।

কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে সদস্য দেশগুলি উদীয়মান প্রযুক্তি, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই), ভবিষ্যতের নেটওয়ার্ক, সাইবার নিরাপত্তা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সকলের জন্য ডিজিটাল সংযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করবে।ব্রিকস দেশগুলিতে এবং বৃহত্তর গ্লোবাল সাউথে ডিজিটাল রূপান্তরকে এগিয়ে নিতে বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা এবং সেরা পদ্ধতিগুলি ভাগ করে নেওয়ার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।ব্রিকস সভাপতিত্বের সময়ে ভারত স্থিতিস্থাপক ডিজিটাল পরিকাঠামো, ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্ক, সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উদ্ভাবন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আইসিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের উদ্যোগ নিয়েছে।

টেলিযোগাযোগ দফতর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সহযোগিতার জন্য ব্রিকস ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর অধীনে আলোচনাতেও নেতৃত্ব দিচ্ছে। এর মধ্যে প্রস্তাবিত ব্রিকস সক্ষমতা বৃদ্ধি কেন্দ্র এবং উদীয়মান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয় রয়েছে।

২০২৫ সালে ব্রাজিলের ব্রিকস সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১১তম ব্রিকস যোগাযোগমন্ত্রীদের বৈঠকের ফলাফল এবং চিহ্নিত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিকেও এবারের বৈঠকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আগের বৈঠকে আইসিটি, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং বৈশ্বিক ডিজিটাল শাসন ব্যবস্থায় ব্রিকস সদস্যদের মধ্যে ধারাবাহিক সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 'ডিজিটাল ব্রিকস ফোরাম এক্সপো' পরিদর্শনও করবেন। এই প্রদর্শনীতে ব্রিকস ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং সমাধান তুলে ধরা হবে। এর মাধ্যমে ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রদর্শনের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী দেশ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ এবং জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হবে।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তীতে ৩২নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী। ছবি নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হলুদ খাওয়ার উপকার নিয়ে প্রচলিত ধারণাগুলো কতটা সত্য

সারাহ বেল

বাংলাদেশের মাছের ঝোল, ভারতীয় চিকেন কারি, সুদানের উটের বিরিয়ানি, কিংবা মালয়েশিয়ার লাকসা - এই রান্নাগুলোয় একটা উপাদান থাকেই, আর সেটা হলো হলুদ।

খাবারকে সুস্বাদু করার পাশাপাশি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় এই মসলা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও কি অলৌকিক কিছু করতে পারে? 'আমার পরিবারের শিকড় পাঞ্জাবে, আর হলুদ ছাড়া কোনো খাবারের কথা আমি ভাবতেই পারি না,' বিবিসির ফুড চেইন অনুষ্ঠানে বলছিলেন দক্ষিণ এশীয় প্রবাসী জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করা খাদ্যবিষয়ক গবেষক ও পডকাস্টার রাগিনি কাশ্যপ।

হলুদের প্রায় ৩০টি জাত রয়েছে, যা এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার রান্নায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে দক্ষিণ এশীয় প্রবাসীদের সঙ্গে করে এর ব্যবহার পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের বালি ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জ থেকে পশ্চিমে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

"জোরালো বার্তা"

কাশ্যপ জানান, আড়াই হাজার বছর আগের বিভিন্ন লেখাতেও হলুদের উল্লেখ পাওয়া গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই মসলার জীবাণুনাশক ও প্রদাহনাশক গুণ রয়েছে বলে বদ্ধমূল বিশ্বাস অঞ্চলগুলোর বাসিন্দাদের। 'আমি অসুস্থ হলে প্রথমেই মনে হওয়া জিনিসগুলোর একটি এই হলুদ। এটা আমাকে খুব স্বস্তি দেয়। এর সাথে মিশে আছে কিছুটা আরাম, কিছুটা ওষুধ, আর কিছুটা নস্টালজিয়া,' বলছিলেন বর্তমানে দুবাইয়ে বসবাস করা কাশ্যপ। ভারতে এটি বিয়ের একটি অনুষ্ঠানেরও অংশ, যেখানে বিয়ের আগে সৌন্দর্য বাড়ানো জন্য বর ও কনের মুখে হলুদের প্রলেপ লাগানোর রীতি রয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বের ভোক্তারা হলুদের নানা উপকারিতার বিষয়ে শোনার পর থেকে বিক্রি রকেটের গতিতে বাড়ছে। হলুদের সাপ্লিমেন্টও বাজারজাত করা হচ্ছে। সাধারণত হলুদে কারকিউমিন নামের একটি যৌগ থাকে এবং স্বাস্থ্যের জন্য এটি উপকারী বলেই মনে করা হয়। হাড় ও জয়েন্ট ভালো রাখা থেকে শুরু করে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো পর্যন্ত নানা উপকারের কথা বলে হলুদের সাপ্লিমেন্ট বিক্রির চেষ্টা করা হয়।

মানুষের হলুদ সেবনের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগ করে নেওয়ার কারণেও আংশিকভাবে এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে বলে মনে করেন কাশ্যপ। 'এক বিলিয়ন মানুষের বড় একটি অংশইযদি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে হলুদ অনেক ধরনের সমস্যা ঠিক করতে পারে, তাহলে সারা বিশ্বেই তা এক জোরালো বার্তা,' বলেন তিনি। 'এর সঙ্গে যদি লবিং, সাপ্লিমেন্ট কোম্পানির মতো বিষয়গুলো যুক্ত করেন, তাহলে সেই বার্তা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।' "সবচেয়ে খারাপ রাসায়নিক গঠন" তবে এর উপকারিতা নিয়ে সন্দেহও জানিয়েছেন কেউ কেউ। কারকিউমিন নিয়ে ১০০টিরও বেশি গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় কর্মরত রসায়নবিদ ড. ক্যাথরিন নেলসন। 'আমরা দেখেছি, দাবিগুলো এমন যে, এটি সবকিছুই করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে, সম্ভবত তেমন কিছুই করে না,' বলেন তিনি। ড. নেলসন ব্যাখ্যা করেন, হলুদের সমস্যা এর রাসায়নিক গঠনের মধ্যেই থাকতে পারে, যার কারণে এটি নিয়ে গবেষণা করা সহজ নয়। এটি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং পরীক্ষায় হস্তক্ষেপকারী যৌগ হিসেবেও কাজ করতে পারে; যার অর্থ হলো, আদতে কাজ না করলেও পরীক্ষার ফলাফলে এমন মনে হতে পারে যে এটি কাজ করছে। তিনি জানান, এটি শরীরে খুব ভালোভাবে শোষিত হয় না, আর মুখে খাওয়ার পরও এর খুব সামান্য অংশই রক্তসঞ্চালনে প্রবেশ করে। একে আরও ভালো করার চেষ্টায় অনেকেই কালো মরিচের সঙ্গে হলুদ খান। 'কোনো কিছুকে কার্যকর ওষুধে পরিণত করার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহারের জন্য এটি সত্যিই অন্যতম বাজে রাসায়নিক কাঠামোগুলোর একটি', বলেন ড. নেলসন।

"আমরা হতাশ হয়েছিলাম"

কয়েক দশক ধরে হলুদ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর ফলাফল প্রায়ই পরস্পরবিরোধী এবং গবেষণাগুলোর মানও একরকম নয়। যেসব গবেষণায় হলুদের উপকারিতার প্রমাণ পাওয়ার দাবি করা হয়েছে তার অনেকগুলোই মানুষের ওপর পরিচালিত হয়নি বলে জানান অধ্যাপক অমিত গার্গ, তিনি কানাডার অন্টারিওতে অবস্থিত লন্ডন হেলথ সায়েন্সেস সেন্টারের কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ।

এই চিকিৎসক ও তার সহকর্মীরা হলুদ নিয়ে এখন পর্যন্ত করা সবচেয়ে বড় দুটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন।

প্রথম গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজমের অস্ত্রোপচার করা রোগীদের ক্ষেত্রে কারকিউমিন কিডনির ক্ষতি ও প্রদাহ প্রতিরোধ করতে পারে কি না, তা নির্ধারণ করা।

অ্যাওর্টা হলো শরীরের বৃহত্তম রক্তনালী, যা হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরের বাকি অংশে রক্ত বহন করে। অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম হলো অ্যাওর্টার প্রাচীরে একটি অস্বাভাবিক স্ফীতি বা বেলুনের মতো ফুলে ওঠা। কিন্তু ৬০০ রোগীকে নিয়ে করা ওই পরীক্ষায় তারা উপকারী প্রভাবের কোনো প্রমাণ পাননি। এরপর তারা আরেকটি পরীক্ষা করেন। এটি কিডনির স্বাস্থ্যের উন্নতি করে কি না বা কিডনি রোগের অগ্রগতি ঠেকাতে পারে কি না তা দেখার জন্য কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কারকিউমিনের আরও ছোট একটি মাইক্রোপার্টিকল দিয়ে পরীক্ষা করেন। কিন্তু সেটারও কোনো প্রমাণ তারা দেখাতে পারেননি। 'আমরা হতাশ হয়েছিলাম,' বলছিলেন অধ্যাপক অমিত গার্গ।

'কারণ খোলা মন নিয়েই আমরা এই গবেষণা শুরু করেছিলাম; এটা যে কাজ করে না তা প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না।'

কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে, বিশেষ করে ভারতে, ঔষধি উপাদান হিসেবে এটিকে ব্যবহারের ইতিহাসকে তাহলে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? ড. গার্গ বলেন, কোনো জৈব উপাদান থেকে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া একটি যৌগ আলাদা করে সেটিকে ওষুধে পরিণত করার চেষ্টা এবং পুরো জৈব উপাদানটি দিয়ে রান্না করা কিংবা তা ত্বকে ব্যবহার করার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে।

তাহলে কি বিশেষজ্ঞরা দামি সাপ্লিমেন্টগুলো কেনা সার্থক মনে করেন? খরচের বিষয়টি ছাড়াও এগুলো কার্যকারিতার যথেষ্ট প্রমাণ নেই, বলেন অধ্যাপক গার্গ। তার ব্যাখ্যায়, অন্যান্য ওষুধজাত পণ্যের মতো প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যপণ্য একই ধরনের নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে না। 'আমি মনে করি, আমরা অবশ্যই খোলা মন রাখতে পারি। কিন্তু কোনো কিছুর নির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে বলে দাবি করলে সেটি উচ্চমানের প্রমাণের ভিত্তিতে হওয়া উচিত - এটুকু মানদণ্ড আমাদের থাকা উচিত,' বলেন তিনি।

তবে খাবারের অংশ হিসেবে মানুষ হলুদ খেলে তিনি কোনো সমস্যা দেখেন না। 'মানুষ যদি হলুদ দিয়ে তৈরি খাবার উপভোগ করেন, তাহলে আমি তা চালিয়ে যেতেই উৎসাহিত করব।'

কথায় কথায় ঘাড় ফাটান? অজান্তেই বড় বিপদ ডেকে আনছেন

ঘাড় ফাটানো অনেকের কাছেই ক্লান্তি কাটানোর এক চটজলদি উপায়। বাসে-ট্রেনে যাতায়াতের ভিড়, একটানা কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করা কিংবা মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘাড়ে টান লাগলেই অনেকে সটান ঘাড় ডান-বাঁয়ে ঝুঁকিয়ে 'মট' করে শব্দ করে নেন। আঙুল ফাটানোর মতোই এই শব্দ কানে এলে মনে হয়, যেন নিমেষেই অনেকটা হালকা লাগল। কিন্তু এই আপাত নিরীহ অভ্যাস কি আদৌ শরীরের জন্য নিরাপদ? নাকি নিজের অজান্তেই আপনি বড় কোনও বিপদ ডেকে আনছেন?

অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর লেফটেন্যান্ট কর্নেল রূপেশ প্রসাদ (সিনিয়র কনসালট্যান্ট, পারস হেলথ, পঞ্চকুলা) এই বিষয়ে বিশদ তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, আমাদের অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টের ভেতরে থাকা তরলে তৈরি হওয়া ছোট ছোট গ্যাসের বুদবুদ ফেটে গেলে কিংবা ভেতরের চাপে বদল এলে এই শব্দ তৈরি হয়। যদি কাজ করার সময় বা স্বাভাবিক নড়াচড়ায় নিজে থেকেই কখনও-সখনও এই শব্দ হয় এবং তার সঙ্গে ব্যথা, ফোলা ভাব বা হাত অবশ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা না থাকে, তবে তা নিয়ে ভয় পাওয়ার বিশেষ কোনও কারণ নেই।

তবে সমস্যা তখনই বাড়ে, যখন কেউ অভ্যাসবশত বারবার জোর করে ঘাড় মুচড়ে শব্দ বের করতে যান। চিকিৎসকের কড়া সতর্কতা, হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড় ফাটানো একেবারেই উচিত নয়। এমনটা নিয়মিত করলে ঘাড়ের চারপাশের নরম মাংসপেশি, সূক্ষ্ম লিগামেন্ট ও অস্থিসন্ধির ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হতে পারে। এর ফলে মাংসপেশি শক্ত হয়ে যাওয়া এবং ঘাড়ে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, ঘনঘন ঘাড় ফাটানোর প্রবণতার পিছনে ভুল ভঙ্গিতে বসা, দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা কিংবা অতিরিক্ত মানসিক চাপের মতো কারণ থাকতে পারে।

সব সময় এই সমস্যা অবহেলা করাও ঠিক নয়। যদি ঘাড়ে একটানা তীব্র ব্যথা থাকে, হাতের দিকে ঝিঁঝি ধরা বা অবশ লাগার অনুভূতি ছড়ায়, দুর্বলতা আসে, ঘনঘন মাথা ঘোরে কিংবা কোনও চোট পাওয়ার পর এমন হয়, তবে দেরি না করে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ঘনঘন ঘাড়ের ওপর অত্যাচার না করে কাজের ফাঁকে হালকা স্ট্রেচিং করা, সোজা হয়ে বসার অভ্যাস তৈরি করা এবং একটানা এক ভঙ্গিতে বসে না থাকাই শরীর সুস্থ রাখার ভালো উপায়।

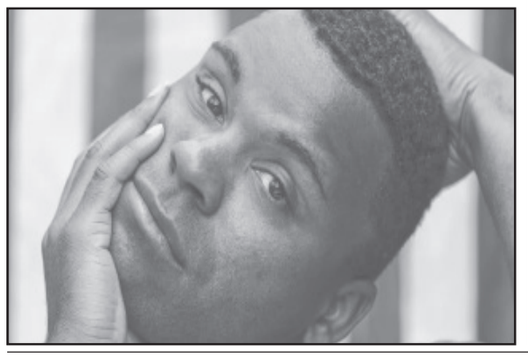

কীভাবে ভুল করে আবিষ্কার হয়েছিল মাইক্রোওয়েভ ওভেন

আজকাল বাসি খাবার গরম করা থেকে শুরু করে চটজলদি রান্না, অনেকের বাড়িতেই মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিত্যদিনের সঙ্গী। কিন্তু জানেন কি, এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রান্নাঘরের যন্ত্রটির আবিষ্কারের পিছনে রয়েছে একেবারে অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা? একটি চকোলেট বার গলে যাওয়াই বদলে দিয়েছিল রান্নার দুনিয়া!

গল্পটা ১৯৪৫ সালের। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার পার্সি স্পেনসার তখন রেথিয়নে কাজ করছিলেন এবং রাডারের জন্য ব্যবহৃত ম্যাগনেট্রন নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একদিন একটি সক্রিয় ম্যাগনেট্রনের কাছে কাজ করার সময় হঠাৎ তাঁর পকেটে থাকা একটি চকোলেট বার গলে যায়। শরীর গরম না থাকা সত্ত্বেও চকোলেট কেন গলল, তা নিয়ে স্পেনসারের কৌতূহল জাগে। ঘটনাটিকে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে না দিয়ে পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন স্পেনসার। প্রথমে তিনি ম্যাগনেট্রনের কাছে কিছু ভুট্টার দানা রাখলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দানাগুলি ফুটে তৈরি হয়ে গেল পপকর্ন! এতে তাঁর ধারণা আরও জোরালো হল যে ম্যাগনেট্রন থেকে নির্গত মাইক্রোওয়েভ খাবারকে দ্রুত গরম করতে পারে। এরপর আরও পরীক্ষা করতে গিয়ে স্পেনসার ডিম নিয়েও পরীক্ষা করেন। মাইক্রোওয়েভের তাপে ডিমের ভিতরে চাপ তৈরি হয়ে সেটি ফেটে যায়। একের পর এক পরীক্ষার পর তিনি বুঝতে পারলেন, এই তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করে খাবার রান্না বা গরম করা সম্ভব। এখান থেকেই জন্ম নিতে শুরু করল মাইক্রোওয়েভ ওভেন তৈরির ধারণা। এরপর রেথিয়নের সঙ্গে কাজ করে স্পেনসার মাইক্রোওয়েভে খাবার রান্নার প্রযুক্তি আরও উন্নত করেন। ১৯৪৫ সালের ৮ অক্টোবর এই প্রযুক্তির জন্য পেটেন্ট আবেদন করা হয়। পরে ১৯৪৭ সালে "Radarange" নামে প্রথম বাণিজ্যিক মাইক্রোওয়েভ বাজারে আসে। তবে আজকের ছোট্ট ওভেনের সঙ্গে তার চেহারার কোনও মিল ছিল না, প্রায় ৬ ফুট লম্বা, ৭৫০ পাউন্ড বা প্রায় ৩৪০ কেজি ওজনের সেই যন্ত্র ছিল বিশালাকার। দামও ছিল প্রায় ৫,০০০ ডলার।

এত বড় আকার আর বিপুল দামের কারণে প্রথম দিকে সাধারণ বাড়িতে মাইক্রোওয়েভের ব্যবহার খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি। প্রথম দিকের Radarange মূলত রেস্তরাঁ ও বাণিজ্যিক জায়গায় ব্যবহৃত হত। পরে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের আকার ছোট হতে থাকে এবং দামও কমে আসে। ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে তুলনামূলক ছোট Computer মডেল বাজারে আসার পর ঘরোয়া ব্যবহারের পথ আরও সহজ হয়।

আজ মাইক্রোওয়েভ শুধু খাবার গরম করার যন্ত্র নয়, রান্না ও বেকিংয়ের নানা কাজেও ব্যবহার করা হয়। আর এই প্রযুক্তির পিছনে থাকা পার্সি স্পেনসারের সেই অদ্ভুত আবিষ্কারের গল্প আজও বিজ্ঞান ইতিহাসে অন্যতম জনপ্রিয় "accidental discovery" হিসেবে পরিচিত। তাঁর জীবদ্দশায় ১৫০-রও বেশি পেটেন্ট ছিল এবং ১৯৯৯ সালে তাঁকে "National Inventors Hall of Fame"-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভাবুন তো, কাজ করতে গিয়ে পকেটের একটা চকোলেট বার গলে না গেলে হয়তো স্পেনসার এই অদ্ভুত ঘটনাটিকে গুরুত্বই দিতেন না! কিন্তু সেই ছোট্ট ঘটনাই তাঁকে পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বদলে দিয়েছিল রান্নার দুনিয়া। তাই এবার থেকে মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করার সময় মনে রাখবেন, এর পিছনে রয়েছে একটি গলে যাওয়া চকোলেট বারের অবাক করা গল্প!

দাম্পত্যে নতুন ট্রেন্ড 'ফুড ডিভোর্স'

ডিভোর্স, এই শব্দটা শুনলেই কেমন যেন একটা ভয় কাজ করে, তাই না? মনে হয়, এই বুঝি একটা সাজানো সংসার ভেঙে টুকরো হয়ে গেল! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বুঝি আর টিকল না। কিন্তু আজকাল অনেক হাসিখুশি দম্পতির মধ্যেও এক ধরণের 'ডিভোর্স' দেখা যাচ্ছে। ঘাবড়ানোর কোনও কারণ নেই! এই ডিভোর্সে উকিলের নোটিশ আসে না, সংসারও ভাঙে না। শুধু বদলে গিয়েছে রোজকার খাবার টেবিলের চেনা নিয়ম। আধুনিক যুগে এই নতুন অভ্যাসের নামই হল 'ফুড ডিভোর্স'। সহজ কথায় ব্যাপারটা ঠিক কেমন? স্বামী-স্ত্রী এক ছাদের তলাতেই হাসিমুখে থাকছেন, প্রেম করছেন, গল্পও করছেন চুটিয়ে। তফাত শুধু একটাই, খাওয়ার সময় যে যাঁর নিজের পছন্দের থালা সাজিয়ে নিচ্ছেন। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, যা রান্না হবে, বাড়ির সবাইকে সেটাই মুখ বুজে খেতে হবে। কারও পছন্দ না হলেও কিছু করার থাকত না। এখন আর সেই জোরজবরদস্তি নেই। একজন হয়তো জিভের স্বাদে মেতে মশলাদার খাবার খাচ্ছেন, অন্যজন হয়তো মন দিয়েছেন একদম হালকা বাড়ির খাবারে।

হঠাৎ কেন এমন পথ বেছে নিচ্ছেন আজকের যুগলরা?

ফিটনেস আর স্বাস্থ্যের খেয়াল: আজকাল অনেকেই স্বাস্থ্য নিয়ে ভীষণ সচেতন। স্বামী হয়তো মেপে মেপে প্রোটিন আর স্যালাড খাচ্ছেন, এদিকে স্ত্রীর মন চাইছে অন্য কিছু। কারও ডায়েট চার্টে চিনি বা তেল-মশলা একেবারেই বারণ। তাই একে অপরের ওপর নিজের খাবারের পছন্দ না চাপিয়ে, নিজেদের মতো আলাদা খাবার খাচ্ছেন দুজনে।

সময়ের অভাব আর অফিসের শিফট: ব্যস্ত জীবনে দুজনের কাজের সময় এক হওয়া ভার। কারও নাইট শিফট তো কারও আবার ভোরবেলা অফিস। একজনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা খিদে চেপে অন্যজন বসে থাকলে শরীরটাই খারাপ হয়, মেজাজও খিটখিটে হয়ে যায়। তাই অপেক্ষা না করে নিজের সুবিধামতো খেয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করছেন অনেকে। এই নতুন অভ্যাসের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল, রোজকার রান্নাবান্না আর খাওয়াদাওয়া নিয়ে সংসারে অকারণ ঝামেলা আর খিটিমিটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। দুজনেই নিজের স্বাস্থ্য আর মনের দিক থেকে ভালো থাকেন। তবে মুদ্রার অন্য পিঠও আছে। আমাদের দেশে ডাইনিং টেবিলে একসঙ্গে বসে খাওয়া মানে শুধুই পেট ভরানো নয়, ওটা ছিল সারা দিনের ব্যস্ততা ভুলে একে অপরের সঙ্গে মনের কথা ভাগ করে নেওয়ার সেরা মুহূর্ত। খাওয়া আলাদা করতে গিয়ে সেই গল্প করার অভ্যাসটাই যেন হারিয়ে না যায়। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাতে খাবার আলাদা হতেই পারে, কিন্তু ডাইনিং টেবিলে অন্তত সপ্তাহে একদিন পাশাপাশি বসে আড্ডা দেওয়াটা চালু রাখা দরকার। তবেই তো সম্পর্কটা থাকবে আগের মতোই তরতাজা!

উইপোকার হাত থেকে কীভাবে কাঠের আসবাব রক্ষা করবেন

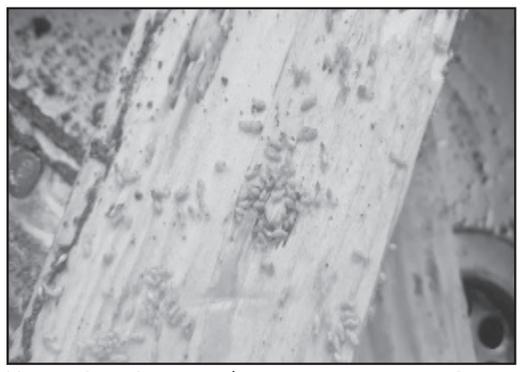

উইপোকা নিঃশব্দেই ঘরের কাঠের আসবাব, দরজা বা জানালার মারাত্মক ক্ষতি করে দেয়। বাইরে থেকে দেখলে সবসময় বোঝার উপায় থাকে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাঠ একেবারে ফাঁপা হয়ে যেতে পারে। সঠিক সময়ে খেয়াল না করলে সাধের দামি আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই শুরুতেই সতর্ক হওয়া দরকার।

কী দেখে বুঝবেন উইপোকা লেগেছে?

কাঠের গায়ে ছোট ছোট ফুটো, আসবাবের আশপাশে কাঠের গুঁড়ো বা মাটির মতো উপাদান পড়ে থাকা কিংবা আসবাবে হাত দিলে ফাঁপা শব্দ হওয়া উইপোকার উপদ্রবের অন্যতম লক্ষণ। এছাড়া ঘরের কোণে বা দেওয়ালে মাটির সরু নলের মতো দাগ এবং উইপোকার খসে পড়া ডানা দেখতে পেলে বুঝতে হবে, কাঠের ভেতর বা আশপাশে এদের উপদ্রব শুরু হয়েছে।

কী কী ভাবে মুক্তি পাবেন?

নুন জলের সহজ টোটকা

প্রাথমিক পর্যায়ে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে নুন জল দিয়ে পরিষ্কার করার একটি ঘরোয়া পদ্ধতি চেষ্টা করতে পারেন। কিছুটা গরম জলে নুন ভালো করে গুলে নিন। এরপর সিরিঞ্জ বা তুলোর সাহায্যে উইপোকা লাগা অংশে এবং কাঠের ফুটোগুলিতে অল্প অল্প করে সেই নুন জল লাগাতে পারেন। তবে এই পদ্ধতিকে উইপোকা নির্মূলের নিশ্চিত উপায় হিসেবে ধরা যায় না। উপদ্রব বেশি হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই ভালো।

নিম তেলের ব্যবহার

পোকা তাড়াতে প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে নিম তেল বহু বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। উইপোকা লাগা কাঠের অংশে তুলো দিয়ে অল্প পরিমাণে নিম তেল লাগিয়ে দিতে পারেন। তবে আসবাবে লাগানোর আগে কোনও একটি ছোট অংশে লাগিয়ে দেখে নিন, কাঠের রঙ বা পালিশের কোনও ক্ষতি হচ্ছে কি না। নিম তেলও উইপোকার বড়সড় উপদ্রবের নিশ্চিত চিকিৎসা নয়।

কখন বিশেষজ্ঞ ডাকবেন?

ঘরোয়া টোটকা কেবল প্রাথমিক বা সামান্য উপদ্রবের ক্ষেত্রে চেষ্টা করা যেতে পারে। উইপোকা যদি দেওয়াল, মেঝে বা আসবাবের অনেকটা ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে, কাঠ ফাঁপা হয়ে যায় কিংবা বারবার উইপোকার লক্ষণ দেখা যায়, তবে আর দেরি করা ঠিক নয়। সে ক্ষেত্রে আসবাব ও বাড়ির কাঠামোকে আরও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে দ্রুত পেশাদার পেস্ট কন্ট্রোল সংস্থার সাহায্য নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কলা কীভাবে বেশিদিন তাজা থাকবে

বাজার থেকে কিনে আনার দু-তিন দিনের মধ্যেই কলার খোসায় কালো ছোপ পড়তে শুরু করে? মাঝখান থেকে নরম হয়ে নষ্ট হয়ে যায় ফল? গৃহস্থালির এই অতি পরিচিত সমস্যা দূর করতে আর বাজার থেকে বার বার কলা কেনার প্রয়োজন নেই। খুব সাধারণ কয়েকটি ঘরোয়া উপায় বা টোটকা মেনে চললেই এক সপ্তাহেরও বেশি সময় কলা একদম তাজা ও সতেজ রাখা সম্ভব।

কলা থেকে প্রাকৃতিক 'ইথিলিন' গ্যাস নির্গত হয়, যা ফলটিকে দ্রুত পাকাতে সাহায্য করে। কলার বোঁটা বা কাণ্ড থেকেই মূলত এই গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। তাই বোঁটার অংশটিকে প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে শক্ত করে মুড়ে রাখলে ইথিলিন গ্যাস ছড়াতে পারে এ ছাড়া আরও একটি অত্যন্ত কার্যকর উপায় হল কলার কাঁদি ঝুলিয়ে রাখা। টেবিল বা সমতল জায়গায় কলা রাখলে নিচের অংশের ওপর চাপ পড়ে বাতাসের সংস্পর্শে দ্রুত পচন ধরে। কিন্তু হাওয়ায় ঝুলিয়ে রাখলে চারপাশ থেকে সমান বাতাস পায় এবং দীর্ঘদিন ভালো থাকে। তবে মনে রাখা জরুরি, কাঁচা বা হালকা পাকা কলা ভুলেও ফ্রিজে রাখা উচিত নয়। ফ্রিজের অতিরিক্ত ঠান্ডায় কলার খোসা দ্রুত কালো হয়ে যায়, যদিও ভিতরের অংশ ঠিক থাকে। কলা সব সময় ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায়, সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে ও অন্যান্য ফলের থেকে আলাদা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। এই সহজ টোটকাগুলি মেনে চললে একদিকে যেমন অপচয় কমবে, তেমনই দীর্ঘদিন তাজা কলার স্বাদ উপভোগ করা যাবে।

শূকর পালন গ্রামীণ ত্রিপুরার অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: প্রজ্ঞাভবনে আজ আধুনিক পদ্ধতিতে শূকর পালনের বিষয়ে আয়োজিত এক আলোচনাচক্র এবং কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি কর্মশালা উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন এবং আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানী, কৃষক, উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

কর্মশালার উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরায় বছরে প্রায় ৫৯.২০ হাজার মেট্রিকটন মাংস উৎপাদিত হয়। ত্রিপুরাবাসী বছরে মাথাপিছু প্রায় ১৪.১৫ কেজি মাংস আহার করেন। রাজ্যের মোট মাংস উৎপাদনের একটি বিরাট অংশ শূকর থেকে আসে। তাতেই বোঝা যায় শূকর পালন গ্রামীণ ত্রিপুরার অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। প্রগতিশীল শূকর পালনকারীরা শুধুমাত্র উৎপাদকই নন, তারা গ্রামীণ উদ্যোক্তা এবং ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। রাজ্যপাল বলেন, প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, আর্থিক সহায়তা এবং প্রাণীপালকদের উদ্যোগকে সমন্বিত করে প্রাণীপালনে একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রাণীপালকদের আয় বাড়ানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, শূকর পালনকে একটি টেকসই ও বাণিজ্যিক এবং লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। রাজ্যপাল বলেন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর রাজ্যে প্রাণীসম্পদ ভিত্তিক অর্থনীতির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। তিনি রাজ্যের প্রগতিশীল প্রাণীপালকদের প্রশংসা করে বলেন, তারা নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করে প্রাণীপালনে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যপাল এই আলোচনাচক্র এবং কর্মশালার সাফল্য কামনা করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস রাজ্যে প্রাণীপালকদের কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কথা উল্লেখ করেন। শূকর পালন লাভজনক জীবিকা হিসেবে গড়ে তুলতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শূকর পালন করার জন্য তিনি প্রাণীপালকদের উৎসাহিত করেন। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেটেড রিসার্চ প্রজেক্ট এবং ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশনের উদ্যোগে আজ আয়োজিত এই কর্মশালার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল এমপাওয়ারিং প্রোগ্রেসিভ পিগ ফার্মার্স থ্রো ইনোভেটিভ অ্যান্ড সায়েন্টেফিক টেকনোলজিস অন পিগ ফার্মিং।

অনুষ্ঠানে শূকর পালনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। রাজ্যে উন্নত পদ্ধতিতে শূকর পালনের বিষয়ে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রও দেখানো হয়। ১০ জন সফল শূকর পালককে সম্মানিত করা হয়। রাজ্যপাল প্রগতিশীল শূকর পালক, পোল্ট্রি পালক এবং অন্যান্য সফল সুবিধাভোগীদের তাদের সাফল্যের জন্য সংবর্ধনা দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিশেষ সচিব এস প্রভু। দপ্তরের অধিকর্তা ড. এন কে. চঞ্চল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কর্মশালায় শূকরের স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ, বৈজ্ঞানিক প্রজনন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পশুখাদ্য ও খামার ব্যবস্থাপনা এবং বিপণনের মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করেন।

কচুর লতি চাষে কল্যাণপুরে বহু কৃষকের মুখে হাসি

।। গোপাল ভট্টাচার্য।।

কল্যাণপুর, ২০ আগস্ট: বর্ষার জলে যখন মাঠঘাট ভিজে সজীব হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই কল্যাণপুরের কৃষিজমিতে দেখা দিয়েছে সবুজের এক নতুন সমারোহ। সারি সারি কচু গাছের পাতা আর তার মাঝ থেকে বেরিয়ে আসা কচুর লতি যেন কৃষকের পরিশ্রমের ফসল হয়ে বাজারে পৌঁছাচ্ছে। একসময় বাড়ির আঙিনা কিংবা জমির এক কোণে সীমিত পরিসরে কচুর লতি চাষ হলেও বর্তমানে এর বাজারচাহিদাকে সামনে রেখে কল্যাণপুর এলাকার বহু কৃষক পরিকল্পিতভাবে কচুর লতি উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কম খরচে তুলনামূলক ভালো আয়ের সম্ভাবনা থাকায় এই চাষ এখন অনেক কৃষকের কাছে বিকল্প জীবিকার আশার আলো। সকালের সূর্য ওঠার আগেই কল্যাণপুরের বিভিন্ন কৃষিজমিতে শুরু হয়ে যায় কৃষকদের কর্মব্যস্ততা। কেউ জমির আগাছা পরিষ্কার করছেন, কেউ গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিচ্ছেন, আবার কেউ পরিপক্ব লতি সংগ্রহ করে বাঁশের ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখছেন। সংগ্রহ করা লতি পরে স্থানীয় বাজার ও হাটে নিয়ে বিক্রি করা হয়। ভোরের বাজারে টাটকা কচুর লতির চাহিদা থাকায় অনেক সময় জমি থেকেই বিক্রির ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় কৃষকদের মতে, কচুর লতি চাষের অন্যতম সুবিধা হলো বর্ষাকালের আবহাওয়া ও আর্দ্র মাটির সঙ্গে এই ফসলের ভালো মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। উপযুক্ত জমিতে সঠিকভাবে চাষ করলে নির্দিষ্ট সময় পরপর লতি সংগ্রহ করা যায়। ফলে একবার জমিতে গাছ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একই জমি থেকে একাধিকবার উৎপাদন পাওয়ার সুযোগ থাকে। এতে কৃষকদের হাতে এককালীন নয়, পর্যায়ক্রমে আয় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

কচুর লতি শুধু গ্রামীণ মানুষের খাদ্যতালিকার অংশ নয়, বর্তমানে শহর ও মফস্বলের বাজারেও এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কচুর লতি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের তরকারি, মাছের সঙ্গে রান্না কিংবা অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পদ তৈরি করা হয়। পুষ্টিগুণ ও স্বাদের কারণে অনেক পরিবার নিয়মিত কচুর লতি কিনে থাকে। ফলে স্থানীয় বাজারে টাটকা লতির চাহিদা থাকায় কৃষকরা উৎপাদিত ফসল দ্রুত বিক্রি করতে পারছেন।

এক কৃষকের কথায়, ধান চাষের পাশাপাশি কচুর লতি উৎপাদন করায় একই জমি থেকে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ থাকে। উপযুক্ত জমিতে পরিকল্পিতভাবে চাষ করলে উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে লাভের পরিমাণও সন্তোষজনক হতে পারে। পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই অনেকটা কাজ করে নিতে পারায় শ্রমিক খরচও কিছুটা কমানো সম্ভব হচ্ছে। বাজারে ভালো দাম পাওয়া গেলে উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে লাভের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

বিশেষ করে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে এই ধরনের বিকল্প চাষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে কচুর লতি চাষও সমস্যামুক্ত নয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে জমিতে জল জমে গেলে গাছের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও রোগ-পোকার আক্রমণ, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, মানসম্মত চারা বা বীজের অভাব এবং বাজারদরের ওঠানামাও কৃষকদের চিন্তার কারণ। অনেক সময় কৃষকরা মাঠে ভালো উৎপাদন করলেও সংরক্ষণ ও পরিবহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় দ্রুত বাজারজাত করতে বাধ্য হন। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর কৃষকদের নির্ভরশীলতাও তৈরি হয়।

কৃষকদের দাবি, কচুর লতি চাষে প্রশিক্ষণ, উন্নত জাতের চারা, জৈব ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ এবং সরাসরি বাজার সংযোগ তৈরি করা গেলে উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষক গোষ্ঠী বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কচুর লতি সংগ্রহ, বাছাই, প্যাকেটজাত ও বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে কৃষকরা আরও ভালো দাম পেতে পারেন।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান সময়ে কৃষকদের আয় বাড়াতে একই জমিতে একাধিক সম্ভাবনাময় ফসলের পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় মাটি ও আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফসল নির্বাচন এবং বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে চাষ করলে কৃষিতে ঝুঁকি কমানো সম্ভব। সেই দিক থেকে কচুর লতি চাষ কল্যাণপুরের ছোট ও মাঝারি কৃষকদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।

কল্যাণপুরের মাঠে এখন তাই শুধু কচু গাছের সবুজ পাতা নয়, কৃষকের চোখে দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতের স্বপ্নও। মাটির বুক থেকে উঠে আসা প্রতিটি কচুর লতি যেন পরিবারের সংসারে এনে দিচ্ছে বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা। সঠিক পরিকল্পনা, বাজার সংযোগ ও সরকারি সহায়তা পেলে এই চাষ আরও বিস্তৃত হবেএমনটাই প্রত্যাশা কৃষকদের। বর্ষার সবুজ মাঠে তাই কচুর লতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে কল্যাণপুরের কৃষকের মুখের হাসিও।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে আগরতলায় এসএফআই - টি এস ইউ - এর বিক্ষোভ মিছিল

আগরতলা, ২০ আগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও হামলার অভিযোগের প্রতিবাদে আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল করল এসএফআই ও টিএসইউ। 'সরকারি শিক্ষা বাঁচাও, ক্যাম্পাসে গণতন্ত্র চাই' এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএস- বিজেপির আক্রমণের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এসএফআই , ডিএসইউ এবং টিএসইউ-এর কর্মী-সমর্থকরা মিছিলে অংশ নেন। মিছিল থেকে শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, হিংসা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানানো হয়।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, ২০১৪ সালের পর থেকে দেশে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ চলছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও ছাত্রদের অধিকার সংকুচিত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাকে সেই বৃহত্তর পরিস্থিতিরই অংশ হিসেবে দেখছেন আন্দোলনকারীরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসএফআই নেতৃত্বের এক প্রতিনিধি অভিযোগ করেন, বিজেপি ও আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলি শিক্ষাঙ্গনে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি ও মতাদর্শ প্রচারের চেষ্টা করছে। তাঁদের দাবি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাঁরা আরও বলেন, আগরতলা থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে কলকাতাবিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠছে। ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষার ওপর যেকোনও ধরনের আক্রমণ ও শিক্ষাঙ্গনে হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।

ত্রিপুরাতেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার দাবি জানিয়ে এসএফআই - টিএসইউ নেতৃত্বের বক্তব্য, ক্যাম্পাসে ছাত্রদের অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। বিজেপি, আরএসএস এবং এবিভিপি -র বিরুদ্ধে শিক্ষাবিরোধী রাজনীতির অভিযোগ তুলে ছাত্রসমাজকে বৃহত্তর আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয় এদিনের কর্মসূচি থেকে।

CORRIGENDUM

Subject: - Extension of bid submission time.

PNIT No: ePT-10/EE/RD/DMN/DIV/2026-27. Dt- 11/08/2026

The aforesaid PNIT which contains 06 (Six) no works was floated in tripuratendres.gov.in on 11/08/2026 and its end date of bidding was 18/08/2026 (up to 4:00 PM).

Now, due to administrative reason the end date of bidding of all 06 (Six) no works in the said PNIT is hereby extended by seven days i.e. up to 25/08/2026 (4:00 PM)

Other terms and conditions mentioned in the PNIT will remain unchanged.

ICA/C-1664/26

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division
Dharmanagar, North Tripura

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
School of Planning and Architecture, Vijayawada
An Institute of National Importance, Ministry of Education, Govt. of India
Survey No.4/4, ITI Road, Vijayawada – 520 008, AP., India.

No. 01/SPAV/Acad./PG-FINALSPOTROUND/2026-27 Date:20-08-2026

NOTIFICATION FOR FINAL SPOT ROUND DIRECT ADMISSIONS {In-person(Walk-in) or Online} for Post Graduate Programmes for the Academic Year 2026-27

SPA Vijayawada announces final Spot Round Direct Admissions through In-person (Walk-in) or Online to Master's Degree in Architecture, Planning, Building Engineering and Management, and Design Programmes for the Academic Year 2026-27. For further details, please visit our website www.spav.ac.in Sd/- Registrar

অকালে প্রয়াত তরুণ আইনজীবী পলাশ কান্তি বর্মন

সোনামুড়া, ২০ আগস্ট: অকালে প্রয়াত হলেন সোনামুড়ার তরুণ আইনজীবী পলাশ কান্তি বর্মন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। বুধবার গভীর রাতে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অকাল প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোনামুড়া মহকুমাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জানা গেছে, গত ১৬ জুলাই কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পিত্তনালীর সংযোগস্থলে একটি স্টেন্ট বসানো হয়েছিল পলাশ কান্তি বর্মনের। দুদিন আগে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং শরীরে তীব্র বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাঁকে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই বুধবার মধ্যরাতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

২০০০ সালের গোড়ার দিকে সোনামুড়া বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আইনজীবী হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন পলাশ কান্তি বর্মন। অল্প সময়ের মধ্যেই সহকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। বিশেষ করে প্রান্তিক শহর সোনামুড়ায় সাধারণ মানুষকে আইনি পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে দ্রুতই নিজের পরিচিতি তৈরি করেন পলাশ। তাঁর সহজ-সরল ব্যবহার এবং মানুষের পাশে থাকার মানসিকতার জন্যও তিনি সকলের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

পলাশ কান্তি বর্মন ছিলেন সোনামুড়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পরিমল কান্তি বর্মনের ছেলে। আইনজীবী পেশাকেই তিনি নিজের জীবনের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সোনামুড়ার বাড়িতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন। দুপুরে আগরতলা থেকে তাঁর মরদেহ সোনামুড়ার নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরে সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সোনামুড়া বার অ্যাসোসিয়েশনে। সেখানে আইনজীবী ও আদালতের সহকর্মীরা অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

এরপর মরদেহ সোনামুড়া সিপিআইএম দলীয় ভবনের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তীসহ দলীয় নেতৃত্বরা পলাশ কান্তি বর্মনের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

পরবর্তীতে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ব্লাড ড্রপস ক্লাবে। সেখানে বিজেপির দক্ষিণ জেলার সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথসহ মণ্ডল নেতৃত্ব উপস্থিত থেকে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রোশন আলীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ তরুণ আইনজীবী পলাশ কান্তি বর্মনের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং নবম শ্রেণিতে পাঠরত এক ছেলে রেখে গেছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে পরিবার-পরিজন, সহকর্মী আইনজীবী এবং সোনামুড়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

রাজীব গান্ধীর ৮২তম জন্মদিবস পালিত কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ আগস্ট: কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে বৃহস্পতিবার ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হলো ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা রাজীব গান্ধীর ৮২তম জন্মদিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলীয় নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধা ও স্মরণে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রশান্ত দেব, কংগ্রেস নেতা কার্তিক দেবনাথ, উপজাতি কংগ্রেসের রাজ্য নেতা তরণী দেববর্মা-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানের সূচনায় রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য ও ফুলের মালা অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

এদিন বক্তারা রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন, দেশের আধুনিকীকরণে তাঁর ভূমিকা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বক্তব্যে নেতৃবৃন্দ রাজীব গান্ধীর আদর্শ ও নীতিকে অনুসরণ করে মানুষের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা রাজীব গান্ধীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর আদর্শকে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সাত দফা দাবিতে সিপাহীজলা অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন ত্রিপুরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসংঘের

বিশ্রামগঞ্জ,২০ আগস্ট: ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসংঘের সিপাহীজলা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সাত দফা দাবিতে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্তের নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিবহন শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও ন্যায্য দাবিগুলি তুলে ধরে দ্রুত সমাধানের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি বিপ্লব মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি ইউসুফ মিয়া, অসীম দত্ত, সজল কুমার দেব এবং স্বপন চন্দ্র সাহা সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও সদস্যরা।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, পরিবহন শ্রমিকদের স্বার্থে উত্থাপিত সাত দফা দাবিগুলি বাস্তবায়নে প্রশাসন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তারা আশাবাদী।

NOTICE INVITING e- TENDER NO:-34/EE/AGRI/W/2026-27

TheExecutive Engineer, Agri. West Divisionon behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tendersin Singlebid system from the eligible Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Electric Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of AppropriateClass registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of otherState&Centralforthefollowingwork: -

Sl No.	Name of work & DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Establishment of Centre of Excellence for Flower of Lembucherra/S.H:- Providing Electrical connection of 8 nos. Poly house and 01 (one) no. Hi-Tech house. (3rd call) **(43/AGRI/EE/WEST-I/2026-27)**	10,62,458	21,249	Upto 27/08/ 2026 at 2.00 PM	At 03:00 PM 27/08/2026	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-1683/26

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No:-06/PNIe-T/EE/WRD-IV/BLN/2026-27, Dt.20-08-2026

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Water Resource Division No-IV, Belonia, South Tripura invites the Form-7 percentage rated e-tender in single bid system from the approved and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ P&T /Other State PWD/ Central & State Sector undertaking and also from the registered firm/ company upto 15.00 Hours on 31-08-2026 for the following work having experience of this type of works as detailed below:-

Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/PNIeT-06/2310-58 Dated, Belonia the 20-08-2026.

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	2	3	4	5
1	DNIe-T No:18/EE/WRD-IV/BLN/ DNIeT/2026-27	892,654.00	17,853.00	12(Tweleve) Months
2	DNIe-T No:19/EE/WRD-IV/BLN/ DNIeT/2026-27	649,873.00	12,997.00	12(Tweleve) Months
3	DNIe-T No:20/EE/WRD-IV/BLN/ DNIeT/2026-27	1,194,497.00	23,890.00	06(Six)Months
4	DNIe-T No:21/EE/WRD-IV/BLN/ DNIeT/2026-27	1,157,655.00	23,153.00	12(Tweleve) Months
5	DNIe-T No:22/EE/WRD-IV/BLN/ DNIeT/2026-27	955,289.00	19,106.00	12(Tweleve) Months
6	DNIe-T No:23/EE/WRD-IV/BLN/ DNIeT/2026-27	576,450.00	11,529.00	12(Tweleve) Months
7	DNIe-T No:24/EE/WRD-IV/BLN/ DNIeT/2026-27	692,947.00	13,859.00	06(Six)Months
8	DNIe-T No:25/EE/WRD-IV/BLN/ DNIeT/2026-27	668,069.00	13,361.00	06(Six)Months
9	DNIe-T No:26/EE/WRD-IV/BLN/ DNIeT/2026-27	1,618,126.00	32,363.00	06(Six)Months

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-1673/26

(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

P'NIET No.:88/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated: 17/08/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or firm holding a valid licence/authorization issued by the competent Govt authority for maintenance of lift or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIT No:	57/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Estimated Cost :	Rs 4,70,828.00
Time of Completion :	1095 Days
Bid Fee :	Rs.1,000.00
Earnest Money :	Rs.9417.00
Last date and time of Submission of Bid :	31/08/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-1677/26

Executive Engineer
Mechanical Division

উন্নয়নমূলক কাজ বাতিলের অভিযোগে ক্ষোভ মেন্দি চৌমুহনীতে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ

আমবাসা, ২০ আগস্ট: উন্নয়নমূলক কাজ বাতিলের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আমবাসা-কমলপুর সড়কের উপর মেন্দি চৌমুহনী এলাকায় দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ১০ বছর ধরে এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ আরসিসি রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়নের দাবি জানিয়ে বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কাজ হয়নি। স্কুল, বাজারসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, এলাকার এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং খোদ বিধায়কের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। দীর্ঘদিনের রাস্তার সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।এদিন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা মেন্দি চৌমুহনীতে আমবাসা-কমলপুর সড়ক অবরোধ করেন। এর ফলে সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। আন্দোলনকারীরা জানান, রাস্তার সমস্যার কথা তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে জানিয়ে আসছেন। একাধিকবার রাস্তা মাপজোক করা হলেও বাস্তবে কাজ শুরু হয়নি।

অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে রাস্তার পরিস্থিতি পরিদর্শন করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিক্ষোভকারীরা।

তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, এর আগেও একাধিকবার একই ধরনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রায় এক দশক ধরে রাস্তার মাপজোক ও প্রতিশ্রুতির পরও কাজ না হওয়ায় এবার আর শুধু আশ্বাসে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।উন্নয়নমূলক কাজ বাতিলের অভিযোগ এবং দীর্ঘদিনের রাস্তার সমস্যা নিয়ে এদিনের পথ অবরোধে মেন্দি চৌমুহনী এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

পথ দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু, গুরুতর জখম মহিলা

আগরতলা, ২০ আগস্ট: ১০৮ নম্বর জাতীয় সড়কের খোয়াই-আগরতলা সড়কের সুবল সিং এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। দুর্ঘটনায় বাইকে থাকা এক মহিলা গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।জানা গেছে, একটি মোটরসাইকেলে করে এক যুবক ও এক মহিলা সুবল সিং এলাকা থেকে খোয়াইয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি দ্রুতগতির গাড়ি তাঁদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহী যুবকের।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার জাস্টিন জোসেফ জানান, মৃত যুবকের নাম রতিশ দেববর্মা। আহত মহিলার পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

ফলের দোকানে চোরের হানা উধাও প্রায় ২৪ হাজার টাকার ফল

চড়িলাম,২০ আগস্ট: বিশ্রামগঞ্জ বাজার স্ট্যান্ডে পরপর দুইটি ফলের দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা যায়, গতকাল গভীর রাতে চোরের দল বাজার স্ট্যান্ডে থাকা ফল ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ রায় ও নয়ন দেবনাথের দোকানে হানা দেয়।চোরেরা দুইটি দোকান থেকে প্রায় ২৪ হাজার টাকা মূল্যের আপেল, বেদানা, নাশপাতি, আঙুরসহ বিভিন্ন ধরনের ফল চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। সকালে দোকান খুলতে এসে চুরির বিষয়টি নজরে আসে তাদের।উল্লেখ্য, বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটির পক্ষ থেকে বাজারে পাহারাদারের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকেও নিয়মিত নাইট পেট্রোলিং করা হয়। এত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বাজারের দুইটি দোকানে চুরি হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত দুই ব্যবসায়ী। ঘটনার পর ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। চুরির ঘটনায় তদন্ত করে দ্রুত চোরদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

তিনদিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট: দশরথদেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সের দেবভক্তি জমাতিয়া সিন্থেটিক ট্র্যাকে আজ থেকে তিনদিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তিনদিন ধরে এই প্রতিযোগিতায় অনুর্দ্ধ ১৪, ১৭, ১৯ বছরের বালক বালিকাদের অ্যাথলেটিক্স ও অনুর্দ্ধ ১৪ ও ১৭ বছরের বালক বালিকাদের দাবার ম্যাচগুলি হবে।পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। তিনি তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, খেলাধুলার প্রসারে রাজ্য সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন তারই অঙ্গ। রাজ্যের ছেলেমেয়েরা মাঠে নেমে তাদের প্রতিভার যথাযথ বিকাশ যাতে ঘটাতে পারেন এবং বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন সেজন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ মল্লিক, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা অমলেন্দু শীল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ ও যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা। অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের শপথবাক্য পাঠ করান ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী মৌসুমী দেব।

ধর্মনগরে একের পর এক চুরি, আতঙ্কে শহরবাসী

ধর্মনগর, ২০ আগস্ট: গত ছয়-সাত মাস ধরে ধর্মনগর শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। রাতের অন্ধকারে বাড়িঘরে চুরির পাশাপাশি সম্প্রতি দিনদুপুরেও বাড়ি, দোকানপাট, মন্দির এমনকি সরকারি আবাসনেও চুরির অভিযোগ উঠছে। চুরির ঘটনা বাড়লেও তা প্রতিরোধে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের বেলায় নিয়মিত পুলিশি টহল যথেষ্ট না থাকায় চোরেরা কার্যত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি কিংবা ভিআইপি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হলেও সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সেই তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

পুলিশের কর্মীস্বল্পতার কারণে একাধিক চুরির ঘটনার তদন্ত ও কিনারা করতেও সমস্যা হচ্ছে বলে স্থানীয় মহলে আলোচনা রয়েছে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে ধর্মনগর ডিডব্লিউএস ধর্মনগর ডিভিশন অফিসের অভ্যন্তরে থাকা সরকারি কর্মচারীদের আবাসনে চুরির ঘটনা সামনে এসেছে।

জানা গেছে, সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ দফতরের কর্মচারী নিশিকান্ত নাথের আবাসনে ঢুকে চোরের দল একটি মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ এবং নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। তবে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে।

একাধিক চুরির ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের অভিযোগ, চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। অনেকেই বাড়িঘর ও দোকানপাট ফাঁকা রেখে বাইরে যেতেও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

শহরবাসীর দাবি, ধর্মনগর শহর ও সংলগ্ন এলাকায় রাতের পুলিশি টহল আরও জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি সন্দেহভাজনদের ওপর নজরদারি বৃদ্ধি করে সাম্প্রতিক চুরির ঘটনাগুলির দ্রুত তদন্ত এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যথায় আগামী দিনে চুরির ঘটনা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ।

রাজস্থান বিধানসভার প্রথম দিনেই কংগ্রেসের অবস্থান-বিক্ষোভ, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি

জয়পুর, ২০ আগস্ট (আইএএনএস): রাজস্থান বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাইরে অবস্থান-বিক্ষোভ করল কংগ্রেস। সরকারি স্কুলে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশে বিধিনিষেধের প্রতিবাদ এবং স্কুলগুলির বেহাল পরিস্থিতির জন্য শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ারের পদত্যাগের দাবিতে এই বিক্ষোভ করা হয়।

বিক্ষোভে অংশ নেন বিরোধী দলনেতা টিকারাম জুলি, রাজস্থান কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসরা এবং দলের প্রবীণ নেতা শচীন পাইলট। কংগ্রেস নেতারা ভজনলাল শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যম এবং বিরোধীদের প্রতি 'একনায়কতান্ত্রিক' মনোভাব গ্রহণের অভিযোগ তোলেন।

এর আগে কংগ্রেস বিধায়করা পোদ্দার স্কুল ফর দ্য ডেফ অ্যান্ড মিউট পরিদর্শন করেন। এরপর বিরোধী দলনেতা জুলির নেতৃত্বে পায়ে হেঁটে বিধানসভার দিকে মিছিল করেন তাঁরা। স্কুলটির পরিস্থিতি তুলে ধরা এবং শিক্ষা দফতরের তরফে স্কুলগুলিতে সংবাদমাধ্যমের খবর সংগ্রহের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধের প্রতিবাদ করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

বিধানসভা চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে কংগ্রেস বিধায়কদের আটকে দেয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

'শক্তিশালী বুথ, শক্তিশালী বিজেপি' উত্তর ত্রিপুরায় সাংগঠনিক বৈঠক পদ্ম শিবিরের

ধর্মনগর, ২০ আগস্ট: 'শক্তিশালী বুথ, শক্তিশালী বিজেপি'এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার করার উদ্যোগ নিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা বিজেপির কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মূলত ত্রিদেব কমিটি-সহ সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি অলকেশ আদিত্য।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ নেতৃত্ব তথা টিএসসিসিএফ-এর চেয়ারম্যান টুটন দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সহকারী সভাধিপতি ভবতোষ দাস, জেলা সাধারণ সম্পাদিকা রূপালী অধিকারী এবং সাধারণ সম্পাদক ড. তমজিৎ নাথ। এছাড়াও প্রদেশ, জেলা ও বিভিন্ন মণ্ডলের সভাপতি ও নেতৃত্ববৃন্দ, জেলার বরিষ্ঠ নেতৃত্ব, মণ্ডল নেতৃত্বের সদস্য এবং দলের আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি তৃণমূল স্তরে দলীয় কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বুথভিত্তিক সংগঠনকে আরও সক্রিয় করা এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে সাংগঠনিক কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্যে বলা হয়, একটি শক্তিশালী বুথ সংগঠনই দলের সাংগঠনিক শক্তির মূল ভিত্তি। তাই বুথস্তরে সংগঠনকে আরও সক্রিয় ও মজবুত করার পাশাপাশি সর্বব্যাপী সাংগঠনিক কর্মসূচি বিস্তারের মাধ্যমে দলের শক্তি বৃদ্ধিতে কার্যকর্তাদের আরও সক্রিয়ভাবে মাঠে নামার আহ্বান জানানো হয়।

আগামী দিনের সাংগঠনিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বিজেপির সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠনকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই এদিনের বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন দলীয় নেতৃত্ব।

খাদ্য আন্দোলনের শহিদ কাজল বর্মনের ৫৬তম শহীদান দিবস পালিত

আগরতলা, ২০ আগস্ট: ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের শহিদ কাজল বর্মনের ৫৬তম শহীদান দিবস বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। এদিন আগরতলার ছাত্র যুব ভবনে শহিদ কাজল বর্মনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদান দিবসের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। শহিদ কাজল বর্মনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব বলেন, ১৯৭০ সালে রাজ্যের খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শহিদ হয়েছিলেন কাজল বর্মন। তাঁর আত্মবলিদান বৃথা যায়নি। খাদ্যের দাবিতে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয়। সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করতেই প্রতি বছর শহীদান দিবস পালন করা হয়। শহিদ কাজল বর্মনের সংগ্রামী জীবন ও আত্মত্যাগ থেকে আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

পঞ্চায়েত সচিবের অনিয়মিত উপস্থিতির অভিযোগ, দুর্ভোগে পূর্ব ফুলবাড়ির বাসিন্দারা

কদমতলা, ২০ আগস্ট: পঞ্চায়েত সচিবের নিয়মিত অনুপস্থিতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিষেবা পেতে এসে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এসে সচিবকে না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এর আগে ওই পঞ্চায়েতে সচিব হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন সিতেন্দ্র চন্দ্রনাথ। তাঁর সময় থেকেই পঞ্চায়েতের কাজকর্ম অনিয়মিতভাবে চলত বলে অভিযোগ। সপ্তাহে একদিন বা সর্বোচ্চ দুদিন পঞ্চায়েতে উপস্থিত থাকতেন তিনি। এমনকি মাসে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় দিন পঞ্চায়েতে এসে বাকি দিনের উপস্থিতির স্বাক্ষর রেজিস্টারে একসঙ্গে করে যেতেন বলেও অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসী ও পঞ্চায়েতের একাংশ সদস্য।

পঞ্চায়েত সদস্যরা এ বিষয়ে একাধিকবার তাঁকে প্রশ্ন করলে, ব্লকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব থাকায় পঞ্চায়েতে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না বলে তিনি জানিয়েছিলেন বলে দাবি সদস্যদের।

এর ফলে ফ্যামিলি রেজিস্ট্রি, জন্ম শংসাপত্র, মৃত্যু শংসাপত্র, নাম সংশোধন-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা নিতে এসে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও সচিবের দেখা না পেয়ে অনেককেই ফিরে যেতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সিতেন্দ্র চন্দ্রনাথ বর্তমানে অন্যত্র বদলি হয়ে গেলেও তাঁর স্থলাভিষিক্ত নতুন পঞ্চায়েত সচিব চন্দনকুমার দাসের বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ১৫ দিন আগে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সপ্তাহে এক বা দুদিন পঞ্চায়েতে আসছেন এবং রেজিস্টারে একসঙ্গে স্বাক্ষর করে চলে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

বৃহস্পতিবারও এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গুরুত্বপূর্ণ কাজে পঞ্চায়েতে এসে সচিবকে না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কয়েকজন গ্রামবাসী। তাঁদের অভিযোগ, দুপুর একটার মধ্যেই পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে চলে যান সচিব। পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজেদের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেন তাঁরা।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েতের দুই সদস্য এবং উপপ্রধান জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে কথা বললে তাঁরাও সচিবের অনিয়মিত উপস্থিতির অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন বলে জানা গেছে। একইসঙ্গে এই পরিস্থিতির কারণে তাঁরাও চাপে রয়েছেন বলে জানান। সমস্যার সমাধানের জন্য ব্লক আধিকারিকের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে বলেও জানান তাঁরা।এখন প্রশ্ন, কদমতলা ব্লকের ব্লক আধিকারিক উৎপল দাস-সহ সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেন এবং পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিষেবা স্বাভাবিক করতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সেদিকেই তাকিয়ে গ্রামবাসীরা।

৯ দফা দাবি পূরণে রাজ্যপালের

● **আটের পাতার পর** পূরণ না হলে আত্মসমর্পণকারীরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। প্রয়োজনে রাস্তা অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত

● **আটের পাতার পর** আরও সংবেদনশীল এবং সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রশাসনকে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেন সাংসদ।

বৈঠকের শেষে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা, দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং গোমতী জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছেও সরকারি প্রকল্পের সুফল দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকায় তামাকবিরোধী অভিযান, একাধিক দোকানে জরিমানা

● **আটের পাতার পর** অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযান চলাকালীন যেসব দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যায়, সেগুলির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং স্পট ফাইন করা হয়। জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে বলে জানান স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক।

তিনি আরও জানান, জরিমানা করার পরেও সংশ্লিষ্ট দোকানদাররা যদি তামাকজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বা সেবনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে তামাকবিরোধী অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

টাকারজলা থানার সংলগ্ন

● **আটের পাতার পর** চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে টাকারজলা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। টাকারজলায় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের উপস্থিতির কারণে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বড় ধরনের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় টাকারজলা বাজার।

আগুনে দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। মালিকের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ডে এক লক্ষ টাকারও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

কালাছড়া বাজারে ৮ বছর ধরে বন্ধ

● **আটের পাতার পর** ক্ষোভ রয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ, বাজারের প্রায় ৯০ শতাংশ স্ট্রিট লাইট বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। ফলে সন্ধ্যা নামার পর বাজারের বিস্তীর্ণ এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়। এতে ব্যবসায়ী, ক্রেতা থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারীদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

এলাকাবাসীর দাবি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুক। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা ১০টি স্টল দ্রুত খুলে দিয়ে বেকার যুবক ও স্থানীয়দের ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি অকেজো স্ট্রিট লাইটগুলি মেরামত করে কালাছড়া বাজারকে আরও নিরাপদ, আলোকিত ও কর্মচঞ্চল করে তোলার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বাল্যবিবাহ ও নেশার বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর** নারী ও শিশুদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সমাধানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমাজের বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী সহ বুদ্ধিজীবী মহল এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদেরও সচেতনতামূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ দেন তিনি।

বৈঠকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নেশার বিরুদ্ধে জাগরণ, সাইবার নিরাপত্তা এবং নারীদের সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে ধারাবাহিক সচেতনতা কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন হোমে থাকা শিশুদের বিষয়ে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের শিক্ষা ও যত্নের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে স্বনির্ভর ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করার উপর জোর দেন তিনি। মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি তাঁদের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সুযোগ বাড়াতে হবে। দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তুলে তাঁদের সমাজ ও অর্থনীতির মূলস্রোতে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকের শুরুতে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস স্বচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটসের বিভিন্ন কর্মসূচি, স্কুল ও হোম পরিদর্শন, কাউন্সেলিং, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন। ত্রিপুরা স্টেট কমিশন ফর উইমেনের পক্ষ থেকেও নারী অধিকার, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বৈঠকে অবহিত করা হয়।

বৈঠকে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, ত্রিপুরা স্টেট কমিশন ফর উইমেনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটসের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব কিরণ গিত্তে, সচিব অপূর্ব রায়, সচিব পিকে গোয়েল সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকর্তা এবং পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

পূর্বোত্তরে প্রকল্প

● **প্রথম পাতার পর** রামটেকে রাজ্যের বর্তমান শিক্ষার পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন সহ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে কি কি কাজ করা হয়েছে সেগুলির সম্পর্কে নীতি আয়োগের সদস্যাকে অবহিত করেন। পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা রাজ্যের পর্যটন স্থানগুলির উন্নয়নমূলক কাজ বিষয়ে অবহিত করেন।

এছাড়া তিনি পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়ন আরও তরান্বিত করতে নীতি আয়োগের কাছে বিভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব পেশ করেন। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব তাপস রায় রাজ্যের বর্তমান ক্রীড়া পরিকাঠামো অবস্থা, বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করেন।

সভায় নীতি আয়োগের এম ডি অনুপম লাহেরী বলেন, নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে রাজ্যগুলিকে যথাযথ সহযোগিতা করা হবে। তিনি রাজ্যের আনারস ও রাবার উৎপাদনের প্রশংসা করেন। তিনি ত্রিপুরাতে প্লাস্টিক রিসাইকেলিং শিল্প স্থাপনের উপর জোর দিতে বলেন এবং এব্যাপারে নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে বলে জানান। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

রুহুল কবির রিজভী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত

● **প্রথম পাতার পর** বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দলের কেন্দ্রীয় দফতরের দায়িত্বসহ বিভিন্ন সময়ে তিনি বিএনপির মুখপাত্র হিসেবে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন।

মতিনগর সীমান্ত সড়কের পাশে

● **প্রথম পাতার পর** সম্পন্ন করে ৫২৫টি কফসিরাপের বোতল দাবিহীন হিসেবে জব্দ করা হয়।

পুলিশের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া কাশির সিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

তবে এই বিপুল পরিমাণ কফসিরাপ সেখানে কীভাবে এল এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর প্রকৃত মালিক কে, কোথা থেকে এগুলি আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিলতদন্তে সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

৩০৫টি নতুন পদ সৃষ্টি

● **প্রথম পাতার পর** মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'শ্রী শ্রী ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল, ২০২৬'-এও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি, পোস্ট-ডক্টরাল এবং ডি.লিট ও ডি.এসসি-র মতো সম্মানসূচক ডিগ্রি চালুর সুযোগ থাকবে। বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি, স্থাপত্য ও পরিকল্পনা, সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যা, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা, আয়ুষ, যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম চালুর সুযোগ থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, পুলিশে ৯১৬ জন কনস্টেবল নিয়োগ এবং চারটি নতুন জিআরপি থানার জন্য পদ সৃষ্টির মতো সিদ্ধান্তগুলি রাজ্যে জনবল বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রপতি

● **প্রথম পাতার পর** তাৎপর্যপূর্ণ। সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময় পর এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সরাসরি সংসদীয় ভোটাভুটি হলো। ১৯৯১ সালের পর থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার যে ধারাবাহিকতা তৈরি হয়েছিল, এবার তা ভাঙল। এর আগে সর্বশেষ সংসদে ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর।

গত ২৪ জুলাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করার পর জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয়।

বিএনপির রাজনীতিতে মির্জা ফখরুল দীর্ঘদিন ধরে দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে রয়েছেন। প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি দলের কার্যত 'দ্বিতীয় ব্যক্তি' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বিএনপির সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করা মহাসচিব হিসেবে দলের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন।

দলের কঠিন সময়ে, যখন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডনে নির্বাসনে ছিলেন এবং সাবেক বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া কারাবন্দি, গৃহবন্দি কিংবা দীর্ঘদিন অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করছিলেন, তখন বাংলাদেশে দলের সিনিয়র নেতা হিসেবে মির্জা ফখরুলই মাঠপর্যায়ে সক্রিয় ছিলেন। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

'জুলাই চার্টার'-এর আওতায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটেও মির্জা ফখরুলের রাষ্ট্রপতি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত সংস্কারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরির লক্ষ্যে সংবিধানের কয়েকটি বিধান সংশোধনের কথা রয়েছে।

এর ফলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে আরও স্বাধীন ভূমিকা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। ফলে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে মির্জা ফখরুলের দায়িত্ব গ্রহণ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামোতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

ভুয়া বিলের অভিযোগে

● **প্রথম পাতার পর** গ্রাহকস্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে ২৫ কেজি

● **প্রথম পাতার পর** গেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আগরতলা থেকে রেলপথে ওই গাঁজা বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনায় পূর্ব আগরতলা থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। আটক তিন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে। পরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, পুলিশ ও রেল পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে রেলপথে গাঁজা পাচারের অভিযোগ নতুন নয়। রেলপথকে ব্যবহার করে গাঁজা পাচারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পথ অবরোধে

● **প্রথম পাতার পর** বিল প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পোষণ আহারের জন্য বরাদ্দ অর্থ প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রদান করারও দাবি রয়েছে।

এই সমস্ত দাবিকে সামনে রেখে এদিন অভয়নগর সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। তাঁদের দাবি, দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

নিট-ইউজি ২০২৬-এ

● **প্রথম পাতার পর** সর্বভারতীয় স্তরে নজরকাড়া স্থান এবং রাজ্যস্তরে প্রথম স্থান অর্জনের পর বৈভব এখন তাঁর শিক্ষাজীবনের পরবর্তী ধাপের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর এই সাফল্য প্রমাণ করে, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারেন।

রাজ্যেও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব

● **প্রথম পাতার পর** প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর জন্মদিবস। এরই উপলক্ষে আজ প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের প্রত্যকটি জেলায়, ব্লকে এবং প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, আজকের দিনটিকে জাতীয় সংহতির রূপে পালন করা হবে। রাজীব গান্ধী ছিলেন দেশের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী। দেশে প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের প্রবেশ তাঁর হাত ধরে হয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবসা চালু করে দেশকে যে দিশায় চালিয়েছিলেন তা অতুলনীয়। কিন্তু দেশ উন্নয়নের দিকে চললেও বর্তমানে বিজেপি সরকার গনতন্ত্রকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথায়, রাজীব গান্ধীর দেশসেবার আদর্শ, নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর দেখানো পথ অনুসরণের অঙ্গীকার করা হয়। দেশের উন্নয়ন, শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য তিনি যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন, সেই আদর্শকে সামনে রেখে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শিক্ষক সংকটে কাঞ্চনবাড়িতে

● **প্রথম পাতার পর** উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তাঁরা স্কুলের প্রবেশ গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। এরপর স্কুল সংলগ্ন প্রধান সড়ক অবরোধ করে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে সরব হন বিক্ষোভকারীরা।

অভিভাবকদের দাবি, দ্রুত পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে স্কুলের পঠনপাঠনের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষক সংকটের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

সাব্রুমে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর** পরিস্থিতি কী ছিল, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। তবে শুধুমাত্র প্রাথমিক দাবির ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো বা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা সমীচীন নয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশি তদন্ত, ফরেনসিক পরীক্ষা এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য সামনে আসুকএটাই এখন স্থানীয়দের দাবি। পুলিশ তদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্মার্ট মিটার বন্ধ হোক

● **প্রথম পাতার পর** করা হয়, বিদ্যুৎ পরিষেবা ও মিটার ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ ও অসন্তোষ রয়েছে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুত ও যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির পানিসাগর কমিটির সভাপতি গৌছ উদ্দিন, সম্পাদক শংকর প্রসাদ দেব, সদস্য মাখন নাথ, প্রিথি বালা নাথসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও সমর্থকরা। ডেপুটেশন গ্রহণের পর বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিজিএম প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদের উত্থাপিত দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

গণডেপুটেশন ও র্যালিকে কেন্দ্র করে এদিন পানিসাগর এলাকায় উল্লেখযোগ্য সাড়া লক্ষ্য করা যায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৪ দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী দিনেও আন্দোলন ও গণসংযোগ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

প্রীতি ফুটবল ম্যাচকে ঘিরে দুই দলের মধ্যে মারামারি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ও মারামারির ঘটনা কমলাসাগরের মিয়াপাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার মিয়াপাড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্ট চলাকালীন স্থানীয় মিয়াপাড়া ও মতিনগরএই দুই এলাকার খেলোয়াড়দের মধ্যে তর্কবিতর্ক থেকে শুরু হওয়া হাতাহাতি এক পর্যায়ে মারাত্মক সংঘর্ষে রূপ নেয়। পরবর্তীতে মাঠের বাইরে থাকা উভয় দলের দর্শক ও সমর্থকরাও এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। দফায় দফায় চলা এই রক্তক্ষয়ী মারামারিতে উভয় পক্ষের অন্তত ১২ থেকে ১৪ জন আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ম্যাচটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে চলছিল।খেলা চলাকালীন মাঠের ভেতরের একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে উভয় দলের খেলোয়ায়দের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই সেই বিতর্ক হাতাহাতিতে পৌঁছায় এবং গ্যালারিতে থাকা দুই গ্রামের দর্শকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। পুরো মাঠ প্রাঙ্গণ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ঘটনার তীব্রতা টের পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত মধুপুর থানা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে মধুপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অনেকেই কম-বেশি জখম হন। প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী, মতিনগর এলাকার মোট ৭ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় মধুপুর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দ্রুত আগরতলার হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন যুবকেরা হলেন শফিকুল মিঞা (২৩), আব্বাস মিঞা (২১) এবং মাসুদ মিঞা (১৮)। অন্যদিকে মিয়াপাড়া এলাকার আহতদেরও দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এমন অপ্রীতিকর ও হিংসাত্মক ঘটনায় সমগ্র এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।পরিস্থিতি যাতে পুনরায় উত্তপ্ত না হয়, সেদিকে নজর রেখে এলাকায় পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মধুপুর থানার পুলিশ।

নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল লাল বাহাদুরকে হারিয়ে এগিয়ে চলো ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সেমিফাইনালে সহজ জয় তুলে নিলো এগিয়ে চলো সংঘ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের নৈশালকে অনুষ্ঠিত এই হাইভোল্টেজ ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ের ধারা বজায় রাখলো বিজয়ী দল। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ফুটবল উপহার দেয় এগিয়ে চলো সংঘের খেলোয়াড়রা। খেলার ২৭ মিনিটে সোরোখাইবাম নেইতির চমৎকার গোলে এগিয়ে যায় এগিয়ে চলো সংঘ। প্রথমার্ধের বাড়তি সময় অর্থাৎ ৪৭ মিনিটে মোঃ নওয়াজ শরীফ দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান ২-০ করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে নওয়াজ শরীফ নিজের ব্যক্তিগত দ্বিতীয় এবং দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করে এগিয়ে চলো সংঘের জয় সুনিশ্চিত করেন। ম্যাচ চলাকালীন দু''দলের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা দেখা যায় এবং রেফারিকে একাধিকবার কার্ডের ব্যবহার করতে হয়। খেলার ৩১ মিনিটে এগিয়ে চলো সংঘের শান্তা জয় রিয়াং এবং ৫৫ মিনিটে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের ভক্তিপদ জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। পুরো ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে জোড়া গোল করার সুবাদে ম্যাচের সেরা বা ''প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ''-এর খেতাব অর্জন করেন বিজয়ী দলের মোঃ নওয়াজ শরীফ। দায়িত্বপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে ম্যাচটি পরিচালনা করেন রেফারি ধানেশ শাহ। এই জয়ের ফলে নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবলের ফাইনালে নিজেদের স্থান পাকা করে নিলো এগিয়ে চলো সংঘ।

রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবলে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আগামীকাল মুখোমুখি কল্যাণ সমিতি ও ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ঐতিহাসিক নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ এখন শেষের পথে। টুর্নামেন্টের বহুল প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে আগামীকাল ২২ আগস্ট, শনিবার মুখোমুখি হতে চলেছে কল্যাণ সমিতি এবং ব্লাডমাউথ ক্লাব। ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দু''দলই মাঠে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের রোমাঞ্চকর ম্যাচে টাউন ক্লাবকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে শেষ চারের টিকিট পায় কল্যাণ সমিতি। বিজয়ী দলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দুটি গোল করেন লাল রঙ লুঙ্গা এবং অমিত জমাতিয়া। অন্যদিকে, অপর এক টানটান উত্তেজনার কোয়ার্টার ফাইনালে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ১-০ গোলের ন্যূনতম ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে ব্লাডমাউথ ক্লাব, যেখানে দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন সেনচুং ভুটিয়া। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে প্রথম ফাইনালিস্টের। একপেশে লড়াইয়ে এগিয়ে চলো সংঘ ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পরাজিত করে ফাইনালে নিজেদের স্থান সুনিশ্চিত করে নিয়েছে। ফলে শনিবারের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কল্যাণ সমিতি ও ব্লাডমাউথ ক্লাবের মধ্যে বিজয়ী দলই ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা এগিয়ে চলো সংঘের। দুই দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ও শক্তিশালী স্কোয়াড বিবেচনা করে ক্রীড়ামোদী দর্শকরা একটি আকর্ষক ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচের প্রত্যাশা করছেন।

অরীশের ৬ উইকেট, অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে সদর এ চ্যাম্পিয়ন, রানার্স উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনালে উদয়পুর মহকুমা দলকে ৪ উইকেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে সদর 'এ' দল। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঐতিহাসিক এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৫০ ওভারের এই শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উদয়পুর মহকুমা দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শ্রীমন দেবনাথ (৬৩), সাহিন হোসেন পোদ্দার (৪১) এবং অধিনায়ক সোমদেব শীল (৩১) কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন। সদর 'এ' দলের পক্ষে অধিনায়ক অরীশ মজুমদার বোলিংয়ে একাই ধস নামান এবং মাত্র ৩২ রান খরচ. করে তুলে নেন মূল্যবান ৬টি উইকেট। এছাড়া দেবরাজ মজুমদার ও ময়ূখ চৌধুরী ১টি করে উইকেট দখল করেন।জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর 'এ' দল প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ৪ উইকেটের ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছে যায় এবং জয়ের আনন্দে মেতে ওঠে। দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন শুভ্রজিৎ সাহা (৩৯), অনুরাগ দাস (৩৯*) এবং সায়ন্তন কর (৩৭)তিন জাঁদরেল ব্যাটারই চমৎকার অবদান রাখেন। উদয়পুরের পক্ষে সাহিন হোসেন পোদ্দার ও সুরজিৎ দেবনাথ দুটি করে এবং রিহান আক্তার একটি উইকেট পেলেও দলের হার এড়াতে পারেননি। উল্লেখ্য, এর আগে সেমিফাইনাল ম্যাচে সদর 'এ' দল ৭ উইকেটে খোয়াই মহকুমা দলকে এবং উদয়পুর ৮০ রানে সদর 'বি' দলকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল। চমৎকার বোলিং নৈপুণ্যের জন্য সদর 'এ' দলের অধিনায়ক অরীশ মজুমদার ফাইনাল ম্যাচের ''প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ'' নির্বাচিত হন।

হঠাৎই বদলে গেল দলীপ ফাইনালের মাঠ

দলীপ ট্রফির ফাইনালের মাঠ বদলে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বেঙ্গালুরু থেকে ফাইনাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল চেন্নাইয়ে। দর্শকেরাও খেলা দেখতে পারবেন গ্যালারিতে বসে। বাকি ম্যাচগুলির জায়গা অপরিবর্তিত রয়েছে।ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা দলীপ ট্রফি। ২৩ অগস্ট থেকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ৬ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। বুধবার বিসিসিআই জানিয়েছে, ফাইনাল হবে চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে।বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকীয়া বলেছেন, ''দলীপ ট্রফি আমাদের ঘরোয়া মরসুমের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের এই প্রতিযোগিতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। উচ্চ মানের খেলা হয়। আমরা চাই দর্শকেরা খেলা দেখার সুযোগ পান। আমাদের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দর্শক উপস্থিতির উপর কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। তাই আমাদের মনে হয়েছে, দলীপ ট্রফির ফাইনাল এমন মাঠে হওয়া উচিত, যেখানে দর্শকেরা স্বচ্ছন্দে ক্রিকেট উপভোগ করতে পারবেন। তাই ফাইনাল চেন্নাইয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি **রমা সুন্দরী ঘোষ (Smt.Rama Sundari Ghosh)**, স্বামী শ্রী অনিল ঘোষ, গ্রামজাঙ্গালিয়া, পোঃ+থানা -বিশালগড় জেলাসিপাহিজলা, ত্রিপুরা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার সঠিক নাম রমা সুন্দরী ঘোষ।আমার আধার কার্ডে ভুলবশত **রুমা সুন্দরী ঘোষ(Ruma Sundari Ghosh)** লিপিবদ্ধ রয়েছে। আধার কার্ড (নং: ২৯৪৬৯৮৬১৫৫৮১)

অতএব, **"রমা সুন্দরী ঘোষ"** এবং **"রুমা সুন্দরী ঘোষ** একই ব্যক্তি।বিশালগড় নোটারি পাবলিকের সম্মুখে এফিডেভিট নং ২০৩ তারিখ ১০ আগস্ট ২০২৬ অনুযায়ী, ভবিষ্যতে আধার কার্ডে সঠিক নাম **"রমা সুন্দরী ঘোষ"(Rama Sundari Ghosh)** হিসেবে গণ্য করা হবে।

বাংলাদেশের কাছে হেরে মাথাব্যথা বেড়েছে অস্ট্রেলিয়ার!

সিরিজ ড্র করতে হলে দ্বিতীয় টেস্ট জিততেই হবে। নইলে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে হারের লজ্জা বয়ে বেড়াতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। ডারউইনে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের কাছে হারের পর প্যাট কামিন্সদের মাথাব্যথা বেড়েছে। ফলে স্বভাবতই দ্বিতীয় টেস্টের আগে দলে বদলে হয়েছে। জায়গা গিয়েছে ওপেনারের। বদলে দলে নেওয়া হয়েছে তিন বছর আগে শেষ টেস্ট খেলা ব্যাটারকে।দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে জেক ওয়েদারাল্ডকে। প্রথম টেস্টে রান পাননি তিনি। প্রথম ইনিংসে ২৩ ও দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১২ ইনিংসে ২০.৩৬ গড়ে রান করেছেন এই ব্যাটার।ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার ৪-১ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ওয়েদারাল্ড। ওপেনিংয়ে ট্রেভিস হেডের সঙ্গে কয়েকটি ভাল জুটি গড়েছিলেন তিনি। তাই বাংলাদেশ সিরিজের দলেও তিনি ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে বাদ দেওয়া হল তাঁকে।বদলে ৩০ বছরের ম্যাট রেনশকে দলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ বার টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তিনি। ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে অভিষেক হলেও ১০ বছরে মাত্র ১৪টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। কিন্তু প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৩৩ ম্যাচের অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁর উপর ভরসা করছে অস্ট্রেলিয়া।অস্ট্রেলিয়ার হাতে আরও একটি বিকল্প রয়েছে। দলে রয়েছেন জশ ইংলিস। তিনি সাধারণত মিডল অর্ডার ব্যাটার হলেও হেডের সঙ্গে তাঁকে ওপেন করতে পাঠাতে পারে অস্ট্রেলিয়া।

ভারতের কাছে হারের পর ধাক্কা শ্রীলঙ্কা শিবিরে

গলে প্রথম টেস্টে ভারতের কাছে ১৬৫ রানে হেরে চাপে শ্রীলঙ্কা। টেস্ট সিরিজে ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পরই দুঃসংবাদ ধনঞ্জয় ডি সিলভার শিবিরে। চোটের জন্য কলম্বোর দ্বিতীয় টেস্টে তিন জন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারকে পাবেন না আয়োজকেরা। মঙ্গলবার বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে ঘাড়ে এবং ডান কাঁধে চোট পান দীনেশ চণ্ডীমল। মাঠে প্রাথমিক শুশ্রূষার পরও অস্বস্তি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। গল টেস্টের বাকি সময় আর খেলতে পারেননি তিনি। তাঁর পরিবর্তে কনকাশন সাব হিসাবে নামানো হয় পাসিন্দু সুরিয়াবন্দরাকে। ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও খেলতে পারবেন না চণ্ডীমল। টেস্টে শ্রীলঙ্কার হয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বরে ব্যাট করেন তিনি। শ্রীলঙ্কা কলম্বোয় পাবে না আরও দুই ক্রিকেটারকে। তাঁরা হলেন পাথুম নিশঙ্ক এবং কুশল মেন্ডিস। তাঁরা দু'জনে অবশ্য প্রথম টেস্টেও খেলতে পারেননি চোটের জন্য। নিশঙ্কও শ্রীলঙ্কার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার। কব্জির চোটে ভুগছেন তিনি। আশা করা হয়েছিল, ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন ওপেনিং ব্যাটার। কিন্তু তাঁর চোট এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। আর এক অভিজ্ঞ ব্যাটার মেন্ডিসকেও পাবে না শ্রীলঙ্কা।

ফুটবল বিশ্বকাপের প্রযুক্তি এবার ভারত-আফগানিস্তান সিরিজে! মেসিদের ম্যাচ পরিচালনা করা বিশেষজ্ঞেরাই দায়িত্বে

ম্যাচের সম্প্রচারে বদল আনতে চাইছে 'আইটিডব্লিউ ইউনিভার্স'। দিল্লিতে ভারত-আফগানিস্তান সিরিজের দায়িত্ব তাদের হাতে। নতুন প্রযুক্তি আনতে চলেছে তারা। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এই বছরের ফুটবল বিশ্বকাপে। তাদের দাবি, এই নতুন প্রযুক্তি ক্রিকেটের ছবিটাই বদলে দেবে।

১৩, ১৫ ও ১৭ সেপ্টেম্বর তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হবে। ভারতে খেলা হলেও এই সিরিজের আয়োজক আফগানিস্তান। সোনি স্পোর্টস চ্যানেল ও ফ্যানকোড অ্যাপে সরাসরি খেলা দেখানো হবে। 'আইটিডব্লিউ ইউনিভার্স' একটি বিবৃতিতে বলেছে, "প্রথম বার কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ফুটবল বিশ্বকাপের মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। যাঁরা বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা বনাম স্পেন ম্যাচের পরিচালনা করেছেন, তাঁরাই দিল্লিতে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।"

'আইটিডব্লিউ ইউনিভার্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা ভৈরব শন্ত জানিয়েছেন, এআই দ্বারা চালিত পিওভি ক্যামেরা, উন্নত স্পাইডারক্যাম, আলট্রা-মোশন ও সিনে-স্টাইল স্টোরিটেলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। পুরোটা পরিচালনা করবেন জেমি ওকফোর্ড। ২০০২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রতিটি ফুটবল বিশ্বকাপের সম্প্রচারের প্রধান দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

ভৈরব বলেন, "আমরাই ক্রিকেটে এই প্রযুক্তি শুরু করতে চলেছি। যাঁরা টেলিভিশনে খেলা দেখছেন, তাঁদের স্টেডিয়ামের অনুভূতি দিতে চাইছি। আশা করছি, আমরা সফল হব।"

এই সিরিজ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। মাঝে ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রশিদ খানদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অ্যাওয়ে সিরিজ খেলবেন শ্রেয়স আয়ারেরা। সেখানে চমক রাখতে চান ভৈরব। তিনি বলেন, "গত ১০-১২ বছর ধরে ক্রিকেটে একই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ বার বদলের সময় এসেছে। আমরা সেটাই করে দেখাব।"ইন্টার মায়ামির জার্সিতে নজির গড়েছেন লিয়োনেল মেলি। মেজর লিগ সকারে নিজের ৭০তম গোল করলেন তিনি। ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ২৬ মিনিটের মাথায় গোল করেন মেসি। কেরিয়ারে ৯২২ গোল করে ফেললেন তিনি। ১০০০ গোলের মাইলফলক থেকে আর ৭৮ গোল দূরে তিনি।

মেজর লিগ সকারের চলতি মরসুমে নিজের ১৩ নম্বর গোল করলেন মেসি। সোনার বুটের দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে তিনি। শীর্ষে পিটার মুসা। তবে এখনও অনেক খেলা বাকি। মেসির গোলের পরেও অবশ্য জিততে পারেনি মায়ামি। ফিলাডেলফিয়ার সঙ্গে ২-২ ড্র করে তারা।

বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের ধাক্কার পর পিতৃবিয়োগ হয়েছে মেসির। জানা গিয়েছিল, তিনি আপাতত মাঠে নামবেন না। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে পাঁচ দিন পরেই মায়ামির জার্সিতে ফেরেন মেসি। ফিলাডেলফিয়ার বিরুদ্ধে গোলও করেছেন।

দেশ ও ক্লাবের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। ৯৭৬ গোল করেছেন তিনি। রোনাল্ডো ইঙ্গিত দিয়েছেন, এটাই হয়তো তাঁর শেষ মরসুম। আর ২৪ গোল করলেই প্রথম ফুটবলার হিসাবে ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করবেন তিনি।রোনাল্ডোকে ধাওয়া করছেন মেসি। তিনি আর কত দিন ফুটবল খেলবেন, সে বিষয়ে কিছু জানাননি। তবে জল্পনা চলছে যে, ২০২৭ সালে কোপা আমেরিকা খেলে অবসর নিতে পারেন তিনি। ফলে এখনও দু'মরসুম রয়েছে মেসির হাতে। তিনিও ১০০০ গোল করে ফেলতে পারেন। সেই পথেই এগোচ্ছেন মেসি।

আশঙ্কার নাম আইপিএল! 'নিজেকে বদলে ফেলো না', টেস্টে সফল সুথারকে পরামর্শ প্রাক্তন ক্রিকেটারের

টেস্ট ক্রিকেটে আবির্ভাবেই নজর কেড়েছেন টিম ইন্ডিয়ার বাঁহাতি স্পিনার মানব সুথার। মাত্র দুই টেস্টেই তাঁর ঝুলিতে ১৭ উইকেট। গলে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট তুলেছেন ২৪ বছরের এই স্পিনার। তাঁকে নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রিকেট মহল। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন ক্রিকেটার চেতেশ্বর পূজারার পরামর্শ, আইপিএলের হাতছানিতে যেন নিজের স্বাভাবিক বোলিংয়ের ধরন বদলে না ফেলেন সুথার।

পূজারার মতে, লাল বলের ক্রিকেটে সুথারের সবচেয়ে বড় শক্তি বলের গতি কমিয়ে ফ্লাইট করানো। গলের মন্থর পিচেও পরিস্থিতি বুঝে বোলিংয়ে বৈচিত্র্য এনেছিলেন সুথার। বল পুরনো হয়ে যাওয়ার পর উইকেট থেকে সাহায্য কমতে থাকায় গতি বাড়িয়ে প্রায় ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার বেগে বল করেন তিনি। পূজারা বলেন, "দ্বিতীয় ইনিংসে ওর গতি বদলে গিয়েছিল। শেষ তিনটি উইকেট নেওয়ার সময় ও বেশ জোরে বল করেছিল। বুঝেছিল, পিচ মন্থর হয়ে যাওয়ার পর বল পুরনো হলে স্পিনারদের জন্য সাহায্য কমে যায়। তাই ও গতি বাড়িয়েছিল।"

তবে সুথারের মূল শক্তি তাঁর বলের ফ্লাইট। সেটিই ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন পূজারা। তাঁর কথায়, "প্রথম ইনিংসে এবং বল যখন নতুন ছিল, তখন ওকে ফ্লাইট করাতে দেখা গিয়েছে। সঠিক জায়গায় বল ফেলেছে। ভারত এমন একজন বাঁ-হাতি স্পিনার পেয়েছে, যে দীর্ঘ দিন দলের সঙ্গে থাকতে পারে।" সাদা বলের ক্রিকেটে সুথার সুযোগ পেলেও আপত্তি নেই পূজারার। তবে আইপিএলের জন্য সুথার তাঁর স্বাভাবিক বোলিংয়ে পরিবর্তন করুক, চান না তিনি। পূজারার কথায়, "আইপিএল খেলার সুযোগ পেলে খেলুক। সেখানে সফল হলেও কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু নিজের শক্তি বদলানো যাবে না।" তিনি আরও বলেন, "সুথার বল ফ্লাইট করাতে ভয় পায় না। ধীর গতিতে বল করতে ও রাজি। লাল বলের ক্রিকেটে এই গুণটাই ওর শক্তি। শুধু আইপিএলের জন্য নিজেকে বদলে ফেলার দরকার নেই। নিজের স্বাভাবিক দক্ষতাটাই ধরে রাখতে হবে।" শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে লাঞ্চের পর শুরু হয় মানবের ম্যাজিক। বাঁ-হাতে একেবারে 'ট্র্যাডিশনাল' স্পিনার। ভালো রানআপ। কোমরের মোচড়কে অসাধারণ ব্যবহার করেন। হাওয়াতেই বল ভাসে। তাই একটু বেশি স্পিন পান। ব্যাটার যেখানে ভাবেন, তার থেকে একটু আগে বল পড়ে। ফলে বাড়তি ফ্লাইটে স্লিপে ক্যাচ ওঠার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ভারত অধিনায়কও সুথারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গিলের মন্তব্য, "দুর্দান্ত বল করছে। ও খুবই প্রতিশ্রুতিবান। আমার বিশ্বাস, দীর্ঘ সময় ভারতের হয়ে খেলতে পারবে।"

পাকিস্তানকে হারিয়ে হকি বিশ্বকাপের শেষ আটে ভারত হরমনপ্রীতেরা ছিটকেই দিলেন চার বারের চ্যাম্পিয়নদের

গ্রুপের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপ হকির কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। হরমনপ্রীত সিংহেরা জয় পেলেন ৫-৩ গোলে। শুরুতে ভারতের দাপট বেশি থাকলেও ম্যাচের মাঝামাঝি সময় থেকে লড়াইয়ে ফেরে পাকিস্তান। এই নিয়ে পাকিস্তানকে ৭০ বার হারাল ভারত। বিশ্বকাপ থেকেও ছটকে গেল পাকিস্তান।

২০১৬ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শেষ বার পাকিস্তানের কাছে হেরেছিল ভারতীয় হকি দল। তার পর থেকে হকির টার্ফে ভারতীয়দের দাপট। বিশ্বকাপেও অব্যাহত রইল হরমনপ্রীত সিংহদের দাপট। ইংল্যান্ডের কাছে ওয়েলস আগেই হেরে যাওয়ায় ভারতীয় দলের জন্য ড্রই যথেষ্ট ছিল। ভারতীয় দল অবশ্য জয়ের লক্ষ্য নিয়েই খেলতে নেমেছিল। কারণ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই আলাদা উত্তেজনা। ভারতীয় শিবিরও হালকা ভাবে নেয়নি এই ম্যাচ।

শুরু থেকেই একের পর এক আক্রমণে পাকিস্তানের রক্ষণকে ব্যস্ত করে রাখে ক্রেগ ফুলটনের দল। ফলও পায় দ্রুত। ৫ মিনিটেই পেনাল্টি কর্ণার থেকে দলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। পিছিয়ে পড়ার পর পাকিস্তান পাল্টা আক্রমণে ভারতের উপর চাপ তৈরির চেষ্টা করে। গোটা দুয়েক ভাল আক্রমণও করে। কিন্তু লাভ হয়নি। ১১ মিনিটে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। অভিষেকের ক্রশ মনদীপ সিংহের স্টিকে দিক বদলে গোলে চলে যায়।

০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে গিয়ে চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। মাঝমাঠে কিছুটা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। সেই সুযোগ কাজে লাগায় ভারতীয় দল। তবে ১৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করার সুযোগ হাতছাড়া করেন হরমনপ্রীত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ২১ মিনিটে তৃতীয় গোল ভারতের। এই গোলও পেনাল্টি কর্নার থেকে। তবে সরাসরি নয়। হরমনপ্রীত ড্রাগ ফ্লিক না করে বল দেন রাজিন্দর সিংহকে। তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন পাক গোলরক্ষক। ফিরতি বল পেয়ে যান হরমনপ্রীত। দলকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দিতে ভুল করেননি। এ বারের বিশ্বকাপে তাঁর পঞ্চম গোল। পরের মিনিটেই ভারতীয় রক্ষণের ভুলে ব্যবধান কমান পাকিস্তানের হান্নান শাহিদ। আবার ২ মিনিট পর গোল দেয় ভারত। প্রতি আক্রমণে উঠে ব্যবধান বাড়িয়ে নেন অভিষেক।

এই সময় আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে খেলা। দু'দলই প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার চেষ্টা শুরু করে। দু'দলের লড়াইয়ে উপভোগ্য হয়ে ওঠে ম্যাচ। ভারত ৪-১ করার ১ মিনিটের মধ্যে ৪-২ করে দেয় পাকিস্তান। পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান কমান সুফিয়ান খান। এর পর দু'দলই গোলের সহজ কিছু সুযোগ নষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত ৩৫ মিনিটে ভারতের হয়ে পঞ্চম গোল করেন হার্দিক সিংহ। 'ডি'-এর বাঁ দিক দিয়ে দুরন্ত গতিতে ঢুকে ৫-২ করেন তিনি। তার পরও হাল ছাড়েননি পাকিস্তানের খেলোয়াড়েরা। ৪৬ মিনিটে তৃতীয় গোল করে পাকিস্তান। এই গোলটি হার্দিকের ভুলে। মাঝ মাঠে বলের নিয়ন্ত্রণ হারান তিনি। বল ছিনিয়ে নিয়ে প্রতি আক্রমণ থেকে তৃতীয় গোল করেন শাহিদ।

পাকিস্তানকে হারিয়ে গ্রুপ 'ডি'তে রানার্স হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল। ভারতের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল চার বারের চ্যাম্পিয়নেরা। বিশ্বকাপে মুখোমুখি লড়াইয়ে ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত।

নিষ্প্রভ কুলদীপ, কলম্বো টেস্টেই ভারতের হয়ে অভিষেকের পথে ৩৩ বছরের স্পিনার

কলম্বো: প্রথম টেস্টে জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে ভারতীয় দল। কিন্তু দলের বোলিং আক্রমণ, বিশেষ করে স্পিন বোলিং আক্রমণ নিয়ে কিছুটা চিন্তা কিন্তু রয়েই যাবে। বিশেষ করে কুলদীপ যাদবের ফর্ম। গোটা মাচে খুব একটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেননি চায়নাম্যান। তাই দ্বিতীয় টেস্টে কুলদীপকে বসাতে পারে টিম মানেজমেন্ট। আর তাঁর জায়গায় দলে ঢুকে যেতে পারেন সারাংশ জৈন। চলতি সিরিজে যিনি পরিবর্ত হিসেবে সুযোগ পেয়েছিলেন স্কোয়াডে। ওয়াশিংটন সুন্দর চোটের জন্য ছিটকে যাওয়ায়া জাতীয় দলে ডাক পেয়েছিলেন সারাংশ। কলম্বোর পিচ স্পিন বোলারদের জন্য নিঃসন্দেহে বাড়তি সুবিধে দেবে। আর সারাংশের ব্যাটের হাতও ভাল কুলদীপের থেকে। ভারতের চায়নামান স্পিনার গত মাচে ২৫ ওভারে ১ উইকেটের বিনিময়ে খরচ করেছেন ১০৩ রান। যেখানে পেসার সিরাজ ও প্রসিদ্ধ ভাল বল করেছেন। পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন তাঁরা দু''জনে মিলে। অনদিকে রবীন্দ্র জাডেজা ও মানব সুথার মোট ১৪ উইকেট নিয়েছেন। পুরো আক্রমণের মধে কুলদীপই কিছুটা নিষ্প্রভ ছিলেন। তাই তাঁকে বসিয়ে সারাংশকে খেলানোর কথা ভাবছে মানেজমেন্ট।ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করে আসছেন সারাংশ। এখনও পর্যন্ত ৫৪টি প্রথম শ্রেণির মাচে খেলতে নেমে ১৮৮ উইকেট নিয়েছেন তিনি। অনদিকে ব্যাট হাতেও ২২২৩ রান করেছেন ৩১.৭৫ গড়ে। দুটো শতরানও হাঁকিয়েছেন।এদিকে, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ের সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট চ্যামিয়নশিপের ফাইনালের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল ভারত। প্রথম টেস্টে ১৬৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় শুভমন গিলের দল। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২-০ পরাজিত হওয়ায় ভারতীয় দল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে পৌঁছনোর লক্ষ্যে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল। তালিকায় পাঁচ নম্বরে ছিল শুভমন গিলের ভারতীয় দল। ফাইনালে পৌঁছনোর রাস্তাটা কঠিন ছিল।বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অজিভূমে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম টেস্ট জয়ে ভারতের চাপ আরও বাড়ে। তবে সেই চাপ খানিকটা হলেও কমল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গলে ভারতের জয়ের ফলে গিলদের পয়েন্ট প্রতি ম্যাচ ৪৮.১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৩.৩৩ শতাংশ হল।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ভুয়ো খবর রুখতে সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে কুইক রেসপন্স টিম গড়ার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট : সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর, বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং মিথ্যা প্রচারের মোকাবিলায় এবার আরও সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দফতরে কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে নেতিবাচক প্রচার, ভুল তথ্য এবং বিভ্রান্তিকর নানা বয়ান দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্য হল কোনও ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর পর দ্রুত তার সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া জানানো।

জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই সশস্ত্র বাহিনী এবং বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীতে এই ধরনের কুইক রেসপন্স টিম কাজ করছে। ভুয়ো তথ্য বা নতুন কোনও প্রচারমূলক বয়ান সামনে এলে দ্রুত তার মোকাবিলা করতেই এই দলগুলি সক্রিয় ভূমিকা নেয়। সরকারি সূত্রের খবর, কেন্দ্রের ৫৬টি মন্ত্রক ও দফতরে পৃথক কিউআরটি সেকশন থাকবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারি ওই দলের কাজকর্ম তদারকি করবেন।

এদিকে, সরকারের পক্ষ থেকে ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত ও খণ্ডন করার কাজ ইতিমধ্যেই করছে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-এর ফ্যাক্ট-চেকিং ইউনিট। সরকারি নীতি, সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্য যাচাই করে পাল্টা তথ্য প্রকাশ করে থাকে এই ইউনিট। নতুন কিউআরটি ব্যবস্থা চালু হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দফতরগুলির নিজস্ব স্তরেও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর সক্ষমতা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

জিবি হাসপাতাল চুরির ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত আটক উদ্ধার পাঁচটি মোবাইল

আগরতলা, ২০ আগস্ট: জিবি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চুরির ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে আটক করল নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। গত ১৭ আগস্ট হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ থেকে মোবাইল ফোন, ঘড়ি ও ল্যাপটপ চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই এক অভিযুক্তকে চুরি যাওয়া সামগ্রীসহ আটক করেছিল পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার এক সহযোগীর নাম জানতে পারে তদন্তকারী দল।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই সহযোগীকে পোলো টাওয়ার হোটেল সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে আরও পাঁচটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি কাঞ্চনপুর এলাকায় বলে জানা গেছে।

জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে সে স্বীকার করেছে বলে অভিযোগ, জিবি মেডিকেল কলেজের হোস্টেল থেকেও এক মেডিকেল ছাত্রীর মোবাইল ফোন চুরির ঘটনায় সে জড়িত ছিল। এছাড়াও উদ্ধার হওয়া অন্যান্য মোবাইল ফোন বিভিন্ন স্থান থেকে চুরি করা হয়েছে বলেও সে পুলিশের কাছে জানিয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।

ঘটনায় তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। আরও তথ্য জানতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে। পরে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। চুরি চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পানীয় জল ও মিড ডে মিল রান্নাঘরের অভাবে ধুঁকছে চাঁম্পাবাড়ি বিদ্যালয় উদাসীনতার অভিযোগ

আগরতলা, ২০ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল এবং মিড ডে মিল রান্নার উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে সমস্যায় পড়েছে ইন্সপেক্টর অফ স্কুল, খুমলুং-এর অধীন চাঁম্পাবাড়ি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যাগুলি জানানো হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

জানা গেছে, রাধাচরণ ভিলেজ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিদ্যালয় চত্বরে পানীয় জলের জন্য একটি ট্যাঙ্ক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের আওতায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ওই নির্মাণকাজ শুরু হলেও এখনও তা সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পানীয় জলের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

পাশাপাশি বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল রান্নার জন্যও উপযুক্ত রান্নাঘর না থাকায় সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে মিড ডে মিলের খাবার প্রস্তুত করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দ্রুত পানীয় জল ও মিড ডে মিল রান্নাঘরের সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, পড়ুয়াদের স্বার্থে বিদ্যালয়ের মৌলিক পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা জরুরি।

এখন দেখার বিষয়, চাঁম্পাবাড়ি বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলি সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

৯ দফা দাবি পূরণে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চাইল আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি

আগরতলা, ২০ আগস্ট: দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি পূরণের দাবিতে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হল আত্মসমর্পণকারী বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী। বুধবার এনএলএফটি, এটিটিএফ, বিএনসিটি, টিটিওয়াইএফ এবং এটিবিএফ - এর আত্মসমর্পণকারী সদস্যরা ৯ দফা দাবি নিয়ে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি এবং জেএআরসি-র কনভেনর জীবন জয় রিয়াং জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বিভিন্ন দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে সেই দাবিগুলি কার্যকর করা হচ্ছে না। এর ফলে আত্মসমর্পণকারী সদস্যরা বর্তমানে পরিবার-পরিজন নিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তাঁদের দাবি, আত্মসমর্পণের পর পুনর্বাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। বারবার আশ্বাস দেওয়ার পরও দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে।

এদিন রাজ্যপালের কাছে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান তাঁরা। পাশাপাশি, তাঁদের ৯ দফা দাবি দ্রুত পূরণের জন্য রাজ্যপালের হস্তক্ষেপও দাবি করা হয়।

জীবন জয় রিয়াং হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী দিনে দাবিগুলি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওএনজিসির রাসায়নিক বর্জ্যে ফসলের জমি ও জলাশয় ক্ষতিগ্রস্তের অভিযোগ, ক্ষতিপূরণের দাবিতে গেট অবরোধ কৃষকদের

সোনামুড়া, ২০ আগস্ট: ওএনজিসির ড্রিলিং প্রকল্প এলাকা থেকে নির্গত রাসায়নিক বর্জ্য মিশ্রিত জল কৃষিজমি ও জলাশয়ে ঢুকে ফসল নষ্ট এবং মাছের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোনামুড়া মহকুমার খেদাবাড়ি এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ক্ষতিপূরণের দাবিতে বৃহস্পতিবার ওএনজিসির গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও মৎস্যচাষিরা।

স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ওএনজিসির প্রকল্প এলাকায় ড্রিলিংয়ের কাজ থেকে নির্গত রাসায়নিক বর্জ্য একটি ট্যাঙ্কে জমা করে রাখা হয়। সম্প্রতি বৃষ্টির জেরে সেই ট্যাঙ্ক উপচে রাসায়নিক মিশ্রিত জল আশপাশের কৃষিজমিতে ঢুকে পড়ে। এর ফলে জমির ফসল নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মাটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি কৃষকদের।

কৃষিজমির পাশাপাশি পাশের জলাশয় ও ছোট-বড় পুকুরেও ওই রাসায়নিক মিশ্রিত জল ঢুকে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। মৎস্যচাষিদের দাবি, জল দূষিত হয়ে বহু মাছ মারা গেছে। পাশাপাশি বেঁচে থাকা মাছগুলি মানুষের খাওয়ার উপযোগী কি না, তা নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, জলাশয়ের জল থেকে রাসায়নিক ও কেরোসিনের মতো তীব্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীরও ক্ষতি হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও মৎস্যচাষিদের অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার ওএনজিসি কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। শেষ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে তাঁরা ওএনজিসির গেট অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন।

কৃষকদের দাবি, রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে ফসল, কৃষিজমি ও জলাশয়ের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার যথাযথ মূল্যায়ন করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বক্তব্য, কৃষিজমিই তাঁদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। সেই জমি দূষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে পরিবার নিয়ে কীভাবে চলবেন, তা নিয়ে তাঁরা গভীর দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি অনুযায়ী, বিষয়টি সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের কাছেও জানানো হয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য সামনে আসেনি। রাসায়নিক দূষণের প্রকৃত কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির সঠিক মাত্রা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ কৃতি দেবী দেববর্মার

উদয়পুর, ২০ আগস্ট: সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল যাতে সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দিলেন ত্রিপুরা পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা গোমতী জেলা দিশা কমিটির ভাইস-চেয়ারপার্সন কৃতি দেবী দেববর্মা। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আধিকারিকদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার উদয়পুর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ কমিটি (দিশা) -র বৈঠকে সভাপতিত্ব করে এই নির্দেশ দেন সাংসদ। বৈঠকে ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার রামপদ জমাতিয়া, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে গোমতী জেলার সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, চলমান পরিকাঠামোগত কাজ এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়।

বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের অধীনে চলা প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট বৈঠকে তুলে ধরেন। গ্রামীণ উন্নয়ন, জনকল্যাণ, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখে কমিটি।

কৃতি দেবী দেববর্মা বলেন, দিশা কমিটির মূল উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং যোগ্য সুবিধাভোগীরা যাতে নির্ধারিত সহায়তা ও পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করা।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অযথা বিলম্ব দূর করার পাশাপাশি কাজের গুণমানের সঙ্গে কোনওরকম আপস না করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তিনি।

বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয়ের উপরও জোর দেন সাংসদ। তাঁর মতে, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়লে সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে তার সমাধান করা সম্ভব হবে।

সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও সমস্যার প্রতি জেলা প্রশাসনকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকায় তামাকবিরোধী অভিযান, একাধিক দোকানে জরিমানা

আগরতলা, ২০ আগস্ট: শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার জিরানিয়ার এনআইটি-সহ বিভিন্ন এলাকায় তামাকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। অভিযানে একাধিক দোকান থেকে বিভিন্ন ধরনের তামাকজাত দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি কয়েকটি দোকানকে ঘটনাস্থলেই জরিমানা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তামাকজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও সেবন আইনত নিষিদ্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখতেই এই ধরনের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কিল্লামুড়ায় নতুন এসপি অফিসের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন, পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর

আগরতলা ২০ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নতুন পুলিশ সুপারের (এসপি) কার্যালয় নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করে তা পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করেছেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক (ডিএম) এবং পুলিশ সুপার (এসপি)। আজ কিল্লামুড়ায় অবস্থিত ইন্টিগ্রেটেড অফিস কমপ্লেক্সে এই পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রস্তাবিত নতুন এসপি অফিসের স্থান, পরিকাঠামোগত সম্ভাবনা এবং জেলা পুলিশের প্রশাসনিক ও কার্যকরী প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। আধুনিক ও পরিকল্পিত পরিবেশে একটি স্বতন্ত্র পুলিশ সুপার কার্যালয় গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত অফিসটি নির্মিত হলে পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের জন্য আরও কার্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়ানো এবং দৈনন্দিন কার্যপ্রবাহ আরও দক্ষভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সাধারণ মানুষের জন্যও পুলিশ পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় পুলিশ পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা এবং আধুনিক, জনমুখী ও দ্রুত সাড়া প্রদানকারী পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পরিদর্শনকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

চিত্তরঞ্জন রোডে ফের চুরি, মার্বেল দোকান থেকে খোয়া গেল লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী

আগরতলা, ২০ আগস্ট: আগরতলার ব্যস্ত চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায় ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার দুষ্কৃতকারীদের নিশানায় পড়েছে একটি মার্বেল দোকান। দোকান থেকে এক লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। পরপর চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার রাতে বা গভীর রাতে দুষ্কৃতকারীরা ওই মার্বেল দোকানে ঢুকে মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। চুরি যাওয়া সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য এক লক্ষ টাকারও বেশি বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, মাত্র কয়েকদিন আগেও একই চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায় একটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। অভিযোগ, সেই ঘটনায় দুষ্কৃতকারীরা দোকানে ঢুকে নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে ফের চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, চিত্তরঞ্জন রোডের কাছেই মহারাজগঞ্জ বাজার পুলিশ ফাঁড়ি এবং পূর্ব আগরতলা থানার মতো গুরুত্বপূর্ণ পুলিশি ব্যবস্থা রয়েছে। তারপরও পরপর চুরির ঘটনা ঘটায় রাতের টহলদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। চুরির ঘটনা রুখতে এলাকায় রাতের পুলিশি টহল বাড়ানো, সিসিটিভি নজরদারি জোরদার করা এবং দ্রুত দুষ্কৃতকারীদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দোকানের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে। চিত্তরঞ্জন রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় পরপর চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে।

টাকারজলা থানার সংলগ্ন দোকানে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেল বাজার

আগরতলা,২০ আগস্ট : আজ সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টা নাগাদ টাকারজলা থানা সংলগ্ন এলাকায় সঞ্জয় দেববর্মার একটি দোকানঘরে আকস্মিক আগুন লাগে।দোকানটি বন্ধ থাকা অবস্থায় কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে দোকান মালিকের প্রাথমিক ধারণা, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪১ ও ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিক সমস্যা খতিয়ে দেখলেন মেয়র

আগরতলা, ২০ আগস্ট: আগরতলা পুর নিগমের ৪১ ও ৪২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শন করলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

পরিদর্শনকালে রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহ এলাকার বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন মেয়র। বাসিন্দাদের কাছ থেকে সমস্যার কথা শোনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন তিনি। পরে চিহ্নিত সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অভিজিৎ ঘোষের মৃত্যুর পর বর্তমানে ওই ওয়ার্ডের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। এদিন ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের পাশাপাশি ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকাও পরিদর্শন করেন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র।

এলাকা পরিদর্শনের সময় তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার সাজু ওয়াহিদ, দক্ষিণ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক সহ পুর নিগমের অন্যান্য আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা।

এদিনের পরিদর্শনে স্থানীয় সমস্যাগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন পুর নিগমের প্রতিনিধিরা।

কালাছড়া বাজারে ৮ বছর ধরে বন্ধ ১০টি স্টল, দ্রুত চালুর দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ২০ আগস্ট: সরকারি উদ্যোগে নির্মাণের পরও দীর্ঘ আট বছর ধরে তালাবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে কালাছড়া বাজারের ১০টি স্টল। প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা সরকারি ব্যয়ে ২০১৭ সালে নির্মিত 'গ্যালারি কাম স্টল' থেকে কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন এলাকার বহু বেকার যুবক ও স্থানীয় বাসিন্দা। কিন্তু নির্মাণের এত বছর পরেও স্টলগুলি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ১০টি দোকানঘর নির্মাণের পর থেকেই সেগুলি বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় স্টলগুলোর দরজা-জানালায় ধুলো-ময়লা জমেছে। সরকারি অর্থ ব্যয় করে তৈরি পরিকাঠামো বছরের পর বছর এভাবে পড়ে থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, স্টলগুলি চালু করা হলে অন্তত ১০টি পরিবার ব্যবসা শুরু করে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেত। পাশাপাশি কালাছড়া বাজারের ব্যবসায়িক পরিবেশও আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। বেকার যুবকদের একাংশের প্রশ্ন, সরকারি অর্থ ব্যয়ে দোকানঘর নির্মাণের পর যদি সেগুলি বছরের পর বছর বন্ধই থাকে, তাহলে এই পরিকাঠামো তৈরির উদ্দেশ্য কী ছিল?

শুধু স্টল নয়, কালাছড়া বাজারের স্ট্রিট লাইট নিয়েও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় কিউবার রাষ্ট্রদূত, ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

আগরতলা, ২০ আগস্ট: কিউবার বিপ্লবী নেতা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরায় একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেন ভারতে নিযুক্ত কিউবার রাষ্ট্রদূত জুয়ান কার্লোস মার্সান আগুইলেরা। তাঁর সফরকে ঘিরে ভারত-কিউবার ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির পারস্পরিক সংহতির বিষয়টি নতুন করে সামনে আসে।

ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে সাব্রুম ও আগরতলায় আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কিউবার রাষ্ট্রদূত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কিউবান দূতাবাসের ফার্স সেক্রেটারি মিস মাইক দিয়াজ পেরেজ। আগরতলা বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানান প্রাক্তন সাংসদ তথা সিআইটিইউ সভাপতি শংকর প্রসাদ দত্ত-সহ সিপিআই(এম)-এর শীর্ষ নেতৃত্ব।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত জুয়ান কার্লোস মার্সান আগুইলেরা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি ১৯৬০-এর দশকে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। পাশাপাশি ১৯৬০ সালে নিউইয়র্কে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক সাক্ষাতের কথাও উল্লেখ করেন। সেই বৈঠকে দুই নেতা পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বলে জানান তিনি। রাষ্ট্রদূত বলেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং সহযোগিতার মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকে সমর্থন করে চলেছে।

ভারত-কিউবার সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের কথাও তুলে ধরেন আগুইলেরা। নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতার উল্লেখ করে তিনি জানান, ভারতের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম কিউবা। পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় পরিকাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার -এ ভারতের নেতৃত্বেরও প্রশংসা করেন তিনি।

ভারতের আইটিইসি স্কলারশিপ কর্মসূচিরও প্রশংসা করেন কিউবার রাষ্ট্রদূত। তাঁর দাবি, এই কর্মসূচির আওতায় ৭০০-রও বেশি কিউবান পেশাদার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কৃষি, বায়োটেকনোলজি এবং আধুনিক প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

ভারতের ওষুধ শিল্পের ভূমিকাও বিশেষভাবে তুলে ধরেন আগুইলেরা। ভারতকে 'বিশ্বের ফার্মেসি' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, কিউবার জন্য সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান এবং ওষুধ তৈরির কাঁচামালের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী ভারত।

ভারত-কিউবা সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে কিউবার আগ্রহের কথাও জানান রাষ্ট্রদূত। তাঁর বক্তব্যে আগামী দিনে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও বিস্তৃত করার প্রত্যয়ের পাশাপাশি গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি জোরদারের বার্তাও উঠে আসে। ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ত্রিপুরায় কিউবার রাষ্ট্রদূতের এই সফর ভারত ও কিউবার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 21-08-2026, 00:58